ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 24 September, 2020 ■ আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ৭ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মহাকরণ অভিযানে কাঁপল আগরতলা, লাঠিচার্জ, জল কামান

মলম লাগাতে ময়দানে বিরোধীরা ● বামফ্রন্ট নেতারা ক্ষেপিয়ে দিচ্ছে, দাবি শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। বুধবার চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলনে কেঁপে উঠেছে রাজধানী শহর আগরতলা। মহাকরণ অভিযানে গেলে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। এতে বেশ কয়েকজন পুরুষ-মহিলা গুরুতর আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মহাকরণের প্রধান ফটকের বাইরে আন্দোলনকারীদের ওপর জল কামান ছুঁড়েছে পুলিশ। তবুও তাদের থামানো যায়নি।

আজ সকাল থেকে মহাকরণের প্রধান ফটকের বাইরে এয়ারপোর্ট রোডে ধরনায় বসেছেন তাঁরা। তাঁদের ক্ষতে মলম লাগাতে ছুটে গেছেন বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরী, প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষকান্তি বিশ্বাস। এদিকে, আন্দোলনকারীদের এক প্রতিনিধি দল মহাকরণে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে আলোচনায় মিলিত হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল জানিয়েছেন, এদিন যে প্রতিনিধি দল তাঁর সাথে দেখা করেছেন তাদেরকে সরকারের অবস্থান জানানো হয়েছে। কিন্তু, তাতে তারা সন্তুষ্ট হতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে তারা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে চাইছে। শিক্ষামন্ত্রী এদিন সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ১০৩২৩ এর একটি অংশকে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর একাজটি করছে বামফ্রন্টের নেতারা। তিনি আবারও অভিযোগ করেছেন যাদের জন্য ১০৩২৩ এর চাকুরী গিয়েছে সেই সব বাম নেতারা এইসব আন্দোলনের জন্য একটি অংশকে ক্ষেপিয়ে দিচ্ছে।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আজ চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা

‘১০৩২৩-এর জন্য ন্যায়’ ব্যানারে মহাকরণ অভিযান করেন। আগরতলায় উত্তর গেট এলাকা থেকে মিছিল করে তাঁরা মহাকরণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। পথে সার্কিট হাউস এলাকায় পুলিশ তাঁদের আটকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশের সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে তাঁরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁদের থামাতে না পেরে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। তাতে মহিলা-পুরুষ সহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। পুলিশ, টিএসআর এবং সিআরপিএফ-এর রুদ্র রূপ দেখেও চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা দমে যাননি। তাঁরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। পথে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল এবং গোয়ালাবস্তির সামনে তাঁদের আটকানোর চেষ্টা করেছিল পুলিশ। জল কামান নিয়ে এসেও কোনও লাভ হয়নি।

এদিন সহস্রাধিক চাকরিচ্যুত শিক্ষক মহাকরণ-এর প্রধান ফটকের বাইরে রাস্তায় ধরনায় বসে পড়েন। খবর পেয়ে ছুটে গেছে সিপিএম ও কংগ্রেস। বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরী বলেন, ১০৩২৩ শিক্ষকদের চাকরীর ব্যবস্থায় বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর কথায়, ১৩০০০ অশিক্ষক পদে নিয়োগে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার উদ্যোগ নিয়েছিল। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের অনেকেই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর ওই পদগুলি বাতিল হয়ে গেছে।

গতকাল সন্ধ্যায় শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ চাকরিচ্যুতদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের খবর জানিয়েছিলেন। তাঁদের বয়সে এককালীন ছাড় এবং সরকারি চাকরির সুযোগ নিতে ব্যর্থ হলে আউট সোর্চিঙের মাধ্যমে নিয়োগের কথা জানিয়েছিলেন মন্ত্রী। কিন্তু সরকারের ওই ঘোষণায় মোটেও আশ্বস্ত হননি চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা।

এদিন চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে গিয়ে বিরোধী উপনেতা বলেন, সকলের চাকরি দিতে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর কথায়, বামফ্রন্ট সরকার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএমসি অধিগ্রহণ করে এইমস-এর ধাঁচে হাসপাতাল গড়ার দাবি সাংসদ প্রতিমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। আগরতলার হাঁপানিয়ায় অবস্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে অধিগ্রহণ করে এইমস-এর ধাঁচে হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কাছে দাবি জানিয়েছেন সাংসদ প্রতিমা

ভৌমিক।

বুধবার সংসদে শূন্যকালে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরার সাংসদ ভৌমিক বলেন, ত্রিপুরায় একটি মাত্র রেফারেল হাসপাতাল রয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় আরও একটি একই পরিকাঠামোর হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। তাঁর কথায়, হাঁপানিয়ায় অবস্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো রয়েছে। সাথে যথেষ্ট জমিও আছে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরাকে ঢেলে সাহায্য করছেন। এখন আমরা নদীপথেও পণ্য পরিবহণে সক্ষম হয়েছি। তাই ত্রিপুরায় এইমস-এর সমতুল্য একটি হাসপাতাল স্থাপনের আর্জি জানাচ্ছি। তাঁর দাবি, হাঁপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কেন্দ্রীয় সরকার অধিগ্রহণ করুক। সেখানে এইমস-এর সমতুল্য হাসপাতাল গড়ে তুলুক কেন্দ্র।

কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসক করোনা আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। করোনা আক্রান্ত হলেন কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসক চাঁদনী চন্দ। আজ কোভিড-১৯ রিপোর্ট পসিটিভ এসেছে। তিনি সম্প্রতি তাঁর সংস্পর্শে যারা ছিলেন তাঁদের সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন। বর্তমানে তিনি হোম আইসোলেশনে রয়েছেন।

ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত-র সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। এখন পর্যন্ত ২৩,৩৩৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ২৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৬৫৯৯ জন করোনা আক্রান্ত বর্তমানে সক্রিয় রয়েছেন।

ত্রিপুরায় বহু চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মী, পদস্থ আধিকারিক করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। বাদ যাননি পুলিশও। ত্রিপুরা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। জেলা শাসক, পুলিশ সুপার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এখন কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসক করোনা-যা আক্রান্ত হলেন।

তিনি ফেইসবুক-এ করোনা আক্রান্তের খবর জানিয়েছেন। সাথে তাঁর সংস্পর্শে থাকা সকলকে সতর্ক করেছেন।

আলু-পেঁয়াজের কালোবাজারি রুখতে মাঠে নামল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে আলু এবং পেঁয়াজের মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজারে আলো পেঁয়াজের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এবার ময়দানে নামল প্রশাসন।সদরের অতিরিক্ত মহকুমা শাসক বিনয় দাসের নেতৃত্বে প্রশাসনের এক প্রতিনিধি দল বুধবার মহারাজগঞ্জ বাজারে২৫ টি গ্রামে হানা দেয়।

গোদাম গুলিতে প্রচুর পরিমাণ আলু পিয়াজ মজুত রয়েছে।মজুদ আলু পিয়াজ দ্রুত বাজারে ক্রেতাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য গুদামের মালিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে।

প্রতি কেজি আলু পিয়াজ ৩৭ টাকা মূল্যে ক্রেতাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোন বিক্রেতা অতিরিক্ত মূল্য নিলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

অতিরিক্ত মূল্য নেওয়ার দায়ে বেশকয়েকজন দোকানের মালিক কে চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছে মহকুমা প্রশাসক।সদরের অতিরিক্ত মহকুমা শাসক বিরন দাস জানিয়েছেন অতিরিক্ত মূল্য নেওয়ার চেষ্টা করা হলে প্রশাসনের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট দোকানদারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য গত বেশ কিছুদিন ধরেই রাজ্যে আলু এবং পেঁয়াজের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

আকাশছোঁয়া দাম হয় অনেকের পক্ষেই আলু পিয়াজ করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।বিশেষ করে গরীব অংশের মানুষ আলো পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধির ফলে জটিল সমস্যার সম্মুখীন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল রেল প্রতিমন্ত্রী সুরেশ অঙ্গাদির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল রেল প্রতিমন্ত্রী সুরেশ অঙ্গাদির (৬৫)। দিল্লির এমসে কোভিডের চিকিৎসা চলছিল তাঁর। এই প্রথম কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কোভিডে মৃত্যু হল। গত ১১ সেপ্টেম্বর অঙ্গাদির কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ে। তখন থেকেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। তাতে ভাল সাড়া মিলছিল বলেও মন্ত্রী নিজে জানিয়েছিলেন।

সূত্রের খবর, অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে এমসে ভর্তি করানো হয়। হাসপাতালেই বুধবার মৃত্যু হয় তাঁর। অঙ্গাদির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে টুইট করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। তিনি বলেন, “এক জন অমায়িক নেতা ছিলেন সুরেশ অঙ্গাদি।

তাঁর সংসদীয় ক্ষেত্রের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর ভাবে মর্মাহত।” শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। তিনি বলেছেন, “সুরেশ অঙ্গাদি এক জন ব্যতিক্রমী কার্যকর্তা ছিলেন। কর্নাটকে বিজেপির শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলতে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। তিনি এক জন নিষ্ঠাবান সাংসদ এবং দক্ষ মন্ত্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফিনান্স কোম্পানির কিস্তি দিতে না পেরে আত্মহত্যার চেষ্টা মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। বর্তমান করোনা কালে যে, সাধারণ অংশের মানুষ খুব একটা ভালো নেই তার প্রমাণ কিন্তু অহরহ মিলছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে।আবারো ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে সাবরুমের বছর ৬০ এর এক বৃদ্ধ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ থেকে সাত মাস পূর্বে ভিলেজ ডোয়েল গ্রোপ নামে একটি ফাইন্যান্স কোম্পানি থেকে ৪০ হাজার টাকার ঋণ নেন সাবরুম মানিকগড়ের ৪ নং বাসিন্দা রঞ্জিত চক্রবর্তীর স্ত্রী অপর্ণা চক্রবর্তী।তারা জানায় লকডাউন এর মাঝেও এনারা ঋণ পরিশোধ করে গেছেন।জানা যায়, রঞ্জিতবাবুর ছেলে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নার্স হিসেবে কর্মরত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষি সংস্কার বিল দেশের কৃষির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ সেপ্টেম্বর।। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশের মূল ভিত্তি হচ্ছে কৃষি। মহাত্মা গান্ধী গ্রাম স্বরাজের কথা বলেছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশে সেই গ্রাম স্বরাজের স্বপ বাস্তবায়িত হয়নি। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী গ্রাম স্বরাজের সেই স্বপ বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। আজ বিকেলে চড়িলাম ব্লকে কৃষক বন্ধু কেন্দ্র ও আ'লিক ক'ষি কার্যালয়ের উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক'ষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। চড়িলাম ব্লক সংলগ এই কৃষক বন্ধ কেন্দ্র ও আঞ্চলিক কৃষি কার্যালয় নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৪৭ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। এবছরের জানুয়ারি মাসে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল। কৃষি দপ্তরের কারিগরি শাখা এটি নির্মাণ করে।

কৃষক বন্ধ কেন্দ্র ও আ'লিক কৃষি কার্যালয়ের উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। কৃষকরা যাতে বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদে আগ্রহী হতে পারেন সেই লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষক বন্ধ কেন্দ্র চালু করা হচ্ছে। তিনি বলেন, কৃষির বিকাশ ও কৃষকের কল্যাণে কেন্দ্র ও রাজ্যের উভয় সরকারই বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সম্পতি দেশের কৃষকদের কল্যাণে ও ক'ষির সামগ্রিক বিকাশে কৃষি সংস্কার বিল প্রণয়ণ করেছেন। এই কৃষি সংস্কার বিল দেশের কৃষির বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা মত রাজ্যও কৃষকের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। কৃষক কল্যাণে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি রাজ্যের কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্যে পাট্টাপ্রাপক জনজাতি সম্পদায়ের কৃষকদেরও প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই পরিবারের সংঘর্ষে গুরুতর আহত নয়জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। বুধবার সকালে দুই পরিবারের মধ্যে চরম সংঘর্ষ বাধে। তাতে দুই পরিবারের নয় জন গুরুতর আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭জনকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। বাকি ২জন কদমতলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা যায়, চুড়াইবাড়ি থানা এলাকার অধীন ফুলবাড়ী গ্রামের কুকামবাজার ২নং ওয়ার্ডে এলাকায় দুপক্ষের মধ্যে মারামারি সংঘটিত হয়।

এতে উভয়পক্ষের প্রায় ৯ জন আহত হয়েছেন। তাদেরকে প্রেমতলা দমকল বাহিনীর গাড়ি দিয়ে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে। ঘটনাস্থলে চুড়াইবাড়ি এবং কদমতলা থানার ওসিসহ বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে গোটা এলাকা জুড়ে। কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক সুমালি নাথ প্রাথমিক চিকিৎসার পর উভয় পক্ষের সাত জনকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করেন।

জানা যায় ফুলবাড়ী ৬নং ওয়ার্ডে এলাকার বাসিন্দা ছায়াদ আলী কিছুদিন পূর্বে চুড়াইবাড়ি থানায় নিজ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুরে আত্মহত্যার চেষ্টা গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। কল্যাণপুর থানা এলাকার ঘিলাতলী তে মঙ্গলবার রাত নয়টা নাগাদ এক গৃহবধূর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর নাম সোমা। তার স্বামীর নাম সুভাষ দেব। ঘটনার খবর পেয়ে কল্যাণপুর দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত গতিতে ছুটে যায়।

সেখান থেকে অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূকে উদ্ধার করে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসে। মহিলার শরীর এর ৮০ শতাংশ আগুনে ঝলসে গেছে।অগ্নিদগ্ধ মহিলার শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় কল্যাণপুর হাসপাতাল থেকে তাকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিয়ে গ্রাহকদের অভিযোগের পাহাড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ সেপ্টেম্বর।। প্রসাশনিক গুরুত্ব ও ন্যূনতম অভিজ্ঞ রাজনৈতিক অভিভাবকহীন বিশালগড় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। দেখা গেছে গত কয়েক মাসে বিদ্যুৎ ভোক্তাদের অভিযোগ এবং বিদ্যুৎ সাব ডিভিশনে কয়েক শতাধিক মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের যুক্তিকতা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ দপ্তরের বিভাগীয় কর্তা দাবি করেন কর্পোরেট অফিস থেকে বিশালগড় ডিভিশন একটি স্পেশাল বাজেট পাস হয়ে গেছে।

ডিজিএম রাজীব কুমার রায় এর দাবি ডিভিশনের পুরো ২৬ কিলোমিটার বিদ্যুৎ পরিবাহী সংযোগ গত কয়েক মাস আগে সম্পূর্ণভাবে সারাই করা হয়েছে। শিড়ংয়ের ৩৩কেভি ইউনিট থেকে সূর্যমনি নগর স্টেশন অব্দি বিদ্যুৎ ব্যবস্থা যাবতীয় সমস্যার সম্পূর্ণভাবে সমাধান করা হয়েছে। সূর্যমনি নগর থেকে বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া স্টেশন অব্দি পাওয়ার রিসিভিং ও সাপ্লাই এর সমস্যা সম্পূর্ণভাবে সমাধান করা হয়েছে। কিন্তু ডিজিএমের এই ব্যক্তব্য বাস্তব ভাবে সঠিক নয় তা আবারও প্রতিদিন প্রমাণিত হচ্ছে। বিশালগড় থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরত্ব ত্রিপুরা রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা এলাকা।

ঐ এলাকা থেকেও হাজার হাজার মানুষের আওয়াজ উঠে আসছে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য। বিশালগড় এবং চড়িলাম এলাকার বিদ্যুৎ অফিসের মধ্যে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষের ফোন আসছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

এমনকি টেলিফোন রিসিভ করার যে কর্মরত কর্মী রয়েছেন উনাকে ফোন করলে কিছু বলতে পারেন না এবং বিদ্যুৎ অফিসের মধ্যে প্রচুর বিদ্যুৎ কর্মীরা রয়েছেন এমনই অভিযোগ উঠে আসছে প্রতিনিয়ত। অবশেষে গ্রাহকরা কোন কিছুর সমাধান না পেয়ে যার যার এলাকায় পুলিশ এসে গ্রাহকদের বুঝাতে হচ্ছে। কিন্তু দপ্তরের কর্মীরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষি বিলের বিপক্ষে বিরোধীদের ওয়াকআউট অব্যাহত সংসদে

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.)।। কৃষি বিল প্রত্যাহারের দাবিতে সংসদের উভয় কক্ষের যথাক্রমে রাজ্যসভা এবং লোকসভা থেকে বিরোধী দলগুলির ওয়াকআউট করার ধারা বুধবারও অব্যাহত রইল। বুধবার সকালে রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হওয়া মাত্রই বিরোধী দলের সাংসদরা ওয়াকআউট করতে শুরু করে দেয়। রাজ্যসভার কংগ্রেস সাংসদ গুলাম নবি আজাদের ঘরে বসে পরবর্তী রণকৌশল ঠিক করতে আলোচনায় বসেন বিরোধী দলের নেতারা। বিরোধী দলের সাংসদরা লোকসভার থেকে ওয়াকআউট করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এরপর সাংসদরা মহাত্মা গান্ধী মূর্তির পাদদেশে গিয়ে স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরে গান্ধী মূর্তি পাদদেশে থেকে আম্বেদকর মূর্তির পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত মিছিল করেন বিরোধী দলের সাংসদেরা। সেই মিছিল থেকে সরকারবিরোধী স্লোগান

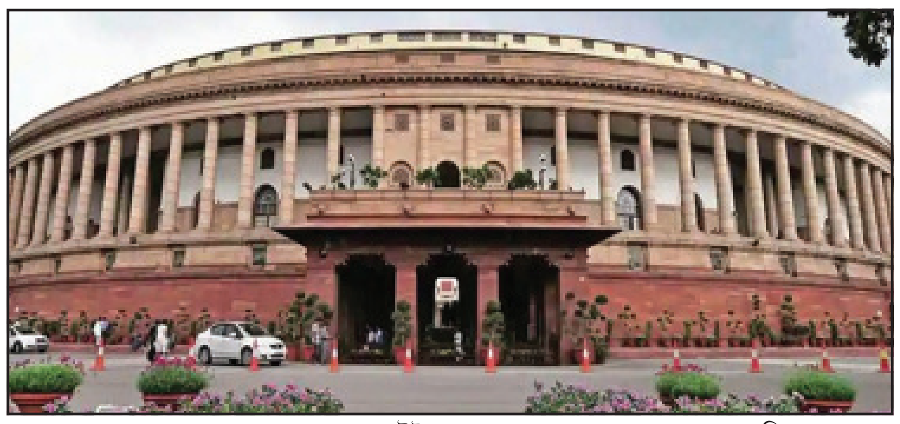

দেওয়া হয়।

কৃষি বিল প্রত্যাহারের দাবিতে এবং আটজন রাজ্যসভার সাংসদকে বহিস্কার করার বিরুদ্ধে সরব হয়ে বিগত তিনদিন ধরে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে চলেছে বিরোধী দলগুলির সাংসদেরা। এদিন সকালে রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হওয়া মাত্রই ওয়াকআউট করেন সাংসদরা। গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার পর গুলাম নবি আজাদের ঘরে বৈঠকে বসেন বিরোধী দলের সাংসদেরা। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিরোধীদের একটি প্রতিনিধি দল আজ, অর্থাৎ বুধবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে দেখা করে বিল প্রত্যাহারের দাবি জানাবেন। রাষ্ট্রপতি যাতে এই বিলে কোনভাবেই সই না করেন সেই দাবিও করা হবে। বিরোধীদের এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ।

অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হয়ে গেল সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় বাদল অধিবেশন।চলতি মাসের ১৪ তারিখ থেকে বসেছিল রাজ্যসভার বাদল অধিবেশন। এই অধিবেশনে এখনো পর্যন্ত ২৫ টি বিল পাশ করানো হয়েছে। এছাড়াও ছয়টি নতুন বিল সংসদের উচ্চকক্ষের পেশ করা হয়েছে। ২২ সেপ্টেম্বর রাজ্যসভায় সাতটি বিল পাশ হয়।এরমধ্যে ডাল, আলু, খাদ্যশস্য, সরষের তেল, পেঁয়াজকে অত্যাবশ্যক পণ্যের তালিকা

থেকে বাদ দেওয়ার বিলও পাশ হয়েছে।বুধবার রাজ্যসভায় অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করে দেওয়ার ঘোষণা করেন চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু।সেই সময় রাজ্যসভায় উপস্থিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩৩৭ ▫ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং ▫ ৭ আশ্বিন ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সংখ্যার জোর

তুমুল হট্টগোলের মধ্যে রাজ্যসভায় ধ্বনিভোটে পাশ হইয়া গেল কৃষি-বিষয়ক বিল দুইটি। লোকসভায় শাসকপক্ষের সংখ্যার জোর যতখানি, রাজ্যসভায় সেই শক্তি নাই। এডিএমকে, তাহার জন্য গণতন্ত্রের মূল ধর্মটির অনুশীলন করিতে হয় আলোচনার মাধ্যমে শাসন। তাহা জেডি-ইউ এবং ওয়াইএসআর কংগ্রেস ব্যতীত অন্য শরিকরা এই কৃষি সংস্কারের প্রশ্নে বিজেপির পাশে দাঁড়ায় নাই। ফলে, বিল দুইটি লইয়া ভোটাভুটি হইলে রাজ্যসভায় তাহা পাশ করানো যাইত না, এমন সম্ভাবনা ছিল। সরকারপক্ষ সেই ঝুঁকি লইতে চাহে নাই। গণতন্ত্র নামক ধারণাটির প্রতি অসম্মান কোন পর্যায়ে গেলে কৃষি বিলের ন্যায় অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেও সংসদের উচ্চতর কক্ষটিকে এই ভাবে পাশ কাটাইয়া যাওয়া যায়, নরেন্দ্র মোদীর শাসনে এই প্রশ্নটির উত্তর জানা। কিন্তু, সরকারপক্ষ এখনও যে কথাটি বুঝিতে পারে নাই, তাহা হইল, গণতন্ত্রের এই অভাব তাহাদেরও উপকার করিতেছে না। আইনসভায় সংখ্যার জোর থাকিলে বিরোধী মতের উপর রোলার চালাইয়া দেওয়া যায়, অধ্যাদেশের দ্বারা শাসন করা সম্ভব হয়। কিন্তু, রাজনীতির পরিসরটি সংসদের উভয় কক্ষে সীমাবদ্ধ নহে তাহা ভারতের একশত চল্লিশ কোটি মানুষের মধ্যে বিস্তৃত। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অর্থ হইল, যে কোনও সিদ্ধান্তকে সেই মানুষের বৈধতার মানদণ্ডে পাশ করাইয়া আনা। না করিলে পরিণতি কী হইতে পারে, শিরোমণি অকালি দলের অবস্থানেই তাহা স্পষ্ট।

যে দুইটি বিল লইয়া এই বিপুল রাজনৈতিক অসন্তোষ জমা হইয়াছে, সেই ফার্মার্স প্রোডিউস ট্রেড অ্যান্ড কমার্স (প্রোমোশন অ্যান্ড ফেসিলিটেশন) বিল, ২০২০ এবং ফার্মার্স (এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড প্রোটেকশন) এগ্রিমেন্ট অব প্রাইস অ্যাশিয়োরেন্স অ্যান্ড ফার্ম সার্ভিসেস বিল, ২০২০ কৃষিক্ষেত্রে সংস্কারের পথে অতি জরুরি দুইটি পদক্ষেপ। কৃষিকে বাজারের সহিত সংযুক্ত করিতে, মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণিকে ছাঁটিয়া ফেলিতে এবং কৃষির সার্বিক আধুনিকীকরণের স্বার্থে সংস্কারগুলি জরুরি। কিন্তু, তাহার অপব্যবহারের আশঙ্কাও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কৃষকের স্বার্থরক্ষায় সরকার কী কী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়াছে, কী ভাবে বৃহত্তর কায়েমি স্বার্থের অনুপ্রবেশ ঠেকাইবার কথা ভাবা হইয়াছে, তাহা এখনও সাধারণ মানুষের বিশেষত কৃষিজীবীদের নিকট স্পষ্ট নহে। বিশেষত, নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে সরকার যে ভাবে কতিপয় বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ, তাহাতে আতঙ্ক তীব্রতর হইয়াছে। কেহ আশঙ্কা করিতেই পারেন, এই ধরনের চট-জলদি সংস্কারে লাভবান হইবে নানাবিধ বেসরকারি স্বার্থ। তাই মানুষের সম্মতি আদায় না করিয়াই সংস্কার-সিদ্ধান্ত চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা হইলে প্রতিরোধ হওয়াই স্বাভাবিক। তাহাতে সর্বাধিক ক্ষতি সংস্কারের। এই প্রেক্ষিতেই বিলটি লইয়া সংসদের উভয় কক্ষে আলোচনা, তর্কবিতর্ক জরুরি ছিল। বিরোধী কণ্ঠস্বরকে স্থান দেওয়া উচিত ছিল, কারণ তাহাতেই ধ্বনিত হইত দেশের মানুষের সংশয় ও আশঙ্কা। সিদ্ধান্ত যাহাই হউক না কেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটিকে ঠিক ভাবে চলিতে দিলে দেশবাসী সরকারের লক্ষ্য বিষয়ে একটু আশ্বস্ত হইতেন।দুর্ভাগ্য, গণতান্ত্রিকতার সু-অভ্যাস বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাই। শুধু কৃষি বিলই নহে, শিক্ষা বিল, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি অতি তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কারও এই অতিমারি-আক্রান্ত সময়ের ফসল, যখন সংসদে আলোচনার উপায়মাত্র ছিল না। যে সময় রাজনৈতিক মতভেদ ভুলিয়া সকল দলের হাত মিলাইয়া একসঙ্গে কাজ করিবার কথা, তখন কি এই বিভেদবর্ধক সুদূরপ্রসারী সংস্কার করা সত্যই প্রয়োজনীয়? সমাজ-অর্থনীতির অনেক জরুরি ব্যাধি নিরসন যখন প্রথম ও প্রধান কাজ, তেমন সময়ে এই সকল পদক্ষেপকে অ-গণতন্ত্রের আবাহন বলিলে কি ভুল হইবে?

শ্রম আইন সংস্কারের বিরুদ্ধে পথে তৃণমূল ছাত্র-যুব সংগঠন

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শ্রম আইন সংস্কারের নামে কলকারখানায় যথেচ্ছ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের দরজা খুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে এবার পথে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস। এতদিন আইন ছিল যে সমস্ত কলকারখানায় বা ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে ১০০ জনের কম শ্রমিক থাকবে সেখানে কারখানার মালিক বা উদ্যোগপতি নিজের প্রয়োজন মতো শ্রমিক ছাঁটাই করতে পারবেন। প্রয়োজন তিনি মনে করলে ওই কারখানা বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধও করে দিতে পারেন। কিন্তু এখন নরেন্দ্র মোদীর সরকার সেই ১০০কে বাড়িয়ে ৩০০ করছে নয়া শ্রম আইনে। তার জেরে দেশের একটা বড় অংশের কলকারখানা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এবার থেকে মালিকেরা নিজেদের খুশি মতো শ্রমিক ছাঁটাই করার বা কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা পেয়ে যেতে চলেছেন। এর জন্য আর রাজ্য বা কেন্দ্র সরকারের অনুমতি লাগবে না।

তৃণমূঢ়নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অবিজেপি নেতা-নেত্রীদের দাবি, এর জেরে বড়সড় আঘাত নেমে আসতে চলেছে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ওপর। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জীবন-জীবিকা চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যেতে চলেছে। এর ফলে দেশে চূড়ান্ত ভাবে ধাক্কা খাবে শ্রমিক কর্মচারী মহল। কেন্দ্রের যুক্তি বিদেশী বিনিয়োগ টানতে গেলে এই শ্রম আইন সংস্কার করতেই হবে। কিন্তু এই আইন চালু হয়ে গেলে কলকারখানায় শ্রমিকদের কাজ বা চাকরির নিরাপত্তা বলে আর কিছুই থাকবে না। এরফলে কারখানার মালিক বা উদ্যোগপতিরা মোটা টাকার মুখ দেখলেও ধাক্কা খাবে শ্রমিক ও কর্মচারীদের জীবন ও জীবিকা।

তৃণমূলনেত্রীর নির্দেশে আজ রাজ্যজুড়ে কেন্দ্রের এই তুঘলকিপনার বিরুদ্ধে রাস্তায় নামছে তৃণমূলের ছাত্র ও যুব সংগঠন। সেই ঘোষণা অনুযায়ী আজ কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার থেকে ধর্মতলার গান্ধি মূর্তি পর্যন্ত মিছিল করবে তৃণমূলের ছাত্র ও যুব সংগঠন। সেই সঙ্গে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে এক প্রতিবাদ সভাও হবে। কার্যত এদিন রাজ্য জুড়েই এই বিক্ষোভ সমাবেশ পালন করবে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও যুব তৃণমূল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্য চাষিরা ৮,৪০০ কোটি টাকা হারাল, এবার লিখিত দাবি বিজেপি-র

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কাটমানি আদায়ের সুযোগ নেই বলে পশ্চিমবঙ্গে 'প্রধান মন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি' আটকে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করল বিজেপি। বুধবার এই মর্মে রাজ্য বিজেপি-র তরফে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে।

বিজেপি-র চিঠিতে অভিযোগ, প্রধান মন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি অনুযায়ী মাথাপিছু ১২ হাজার টাকা বরাদ্দের কথা ছিল। কিন্তু এতে রাজ্য সরকার বাধা দিয়েছে। ফলে এই রাজ্যের ৭০ লক্ষ কৃষক ৮,৪০০ কোটি টাকা হারিয়েছে। এর জন্য কেবল রাজ্যের শাসক দলের নিচু মানের রাজনীতিই দায়ী। প্রত্যক্ষ টাকা পাঠানোর অর্থাৎ ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারে কাট মানি আদায়ের সুযোগ নেই বলে এক্ষেত্রে আপত্তি জানিয়েছে রাজ্য সরকার। সরকারের এই খারাপ ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে রাজ্যপালকে কড়া পদক্ষেপ করতে চিঠিতে আবেদন করেছে বিজেপি। এই সঙ্গে আবেদন করা হয়েছে, যাতে রাজ্যের গরিব লোকেরা ঠিকমত বিভিন্ন সুযোগ পায় এবং যাতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তার জন্য রাজ্যপাল উদ্যোগী হোন। এর আগে গতকাল একই বিষয় নিয়ে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠি দেন। তাতে রাজ্যপাল জানতে চান, পশ্চিমবঙ্গের ৭০ লক্ষ চাষি ৮৪০০ কোটি টাকার সুবিধা পেলেন না কেন? পিএম-কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে কেন যোগ দিলেন না? যোগ দিলে আজ প্রত্যেক চাষিভাইয়ের ব্যাঙ্কে ১২ হাজার টাকা জমা পড়ত। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া আপনার কুমির কান্নায় চাষির দু:খ ঘুচবে না!

নব্য দুনিয়ায় বিদ্যাসাগর এবং আমরা

সুতপা ভাট্টাচার্য চক্রবর্তী

বাঙালি সমাজে বিদ্যাসাগর মহাশ আজও এক প্রাতস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। যদিও নব্য দুনিয়ায় রসুন সংস্কৃতি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ সুকান্ত নজরুল-এর সংস্কৃতি ত্যাগ করবার কথা বলে যাঁরা গলা ফাটাচ্ছেন তাঁরা কেন যে বিদ্যাসগর বর্জনের কথা বলছেন না তা এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে মনে হয় তাঁরা ভেবেছেন ওসব সাগর টাগর পর্যন্ত বাঙালিকে আর পৌঁছাতে হবে না, তার আগে এদো পুকুরে ডুবিয়েই বাঙালির এন্তেকাল হয়ে যাবে—এঁদের সকলকে সাবধান করে দেওয়ার জন্যই জানাই, দুশো বছর আগেই এই ভদ্রলোক সমগ্র জাতির ঘুম বাঙিয়ে দিয়েছিলেন। আজ তাঁর জন্মদিন। এদিন তাঁকে স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে আরো একবার ফিরে দেখা যাক নব্য দুনিয়ার সঙ্গে তাঁর গ্রাহকর কর্মবলী।

যুগ যুগ বাংলার বুকে যে সকল ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জন্মেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদথ্যাসাগর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ঈশ্বরচন্দ্রে পাণ্ডিত্য চারিত্রক দৃঢ়তা কর্মনিষ্ঠা নির্ভীকতা, হৃদয়বত্তা মানবসামাজে এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। হিমালয়ের মতো বিশাল ও উন্নত মনের মানুষ বাঙালির সমাজ জীবনে অনেক আসেনি। শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাককালীন তিনি অনুভব করেছিলেন প্রথাগত শিক্ষার বদলে আধুনিক শিক্ষাই হল যথাযথ শিক্ষা। শিক্ষাক্ষেত্রে যে সকল সংস্কার করেছিলেন সেগুলি হল পাঠক্রম সংস্কার, গণিতে ইংরেজির ব্যবহার দর্শনে পাশচত্য

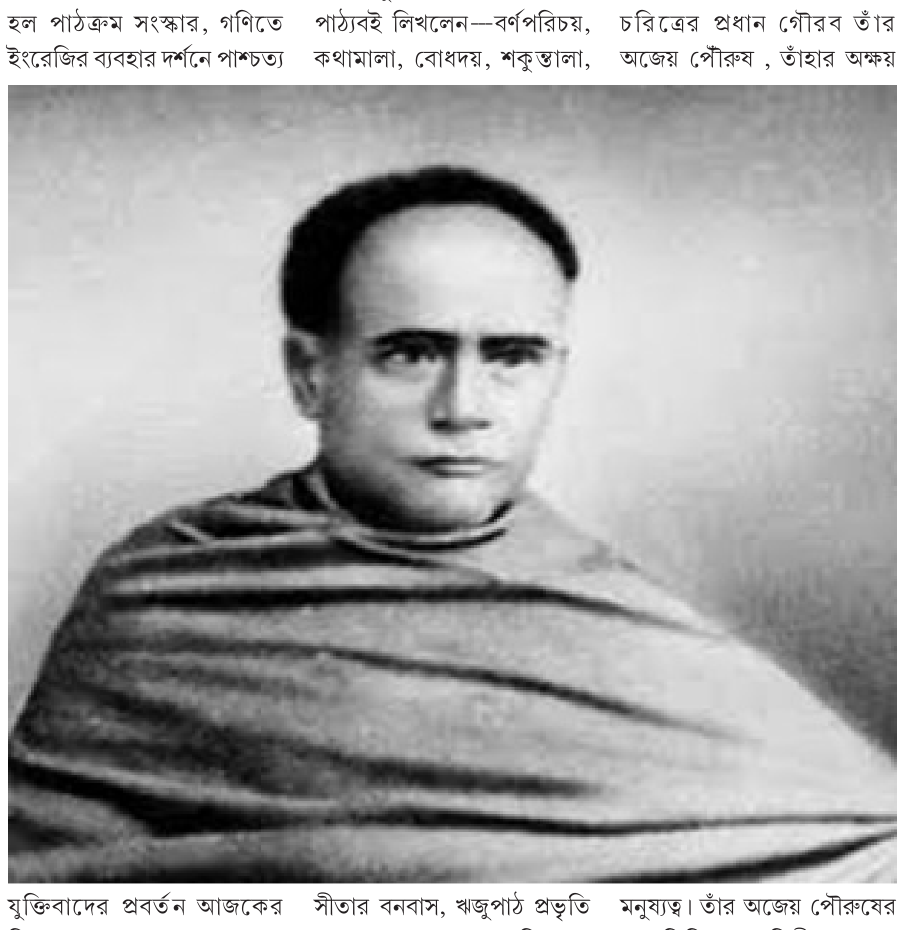

যুক্তিবাদের প্রবর্তন আজকের শিক্ষাব্যবাস্থায় যাকে আবার ব্রাত্য করে দেওয়ার এক অসাধু পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। যে বাংলা ভাষাকে মুছে দেওয়ার জন্য এক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে সেই বাংলা ভাষাকেই শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম করে গড়ে তোলার জন্য তিনি স্কুল বিভাজনের সর্বস্তরের জন্য নতুন করে বাংলা ভাষায় পাঠ্যবই লিখলেন—বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধদয়, শকুন্তালা, সীতার বনবাস, ঋজুপাঠ প্রভৃতি পুস্তব। বাংলা গদ্য সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে তাঁর হাত ধরেই। পদ্যের মতো গদ্যেও তিনি যতিচিহ্ন ব্যবহার করে গদ্য সাহিত্যকে চন্দবন্ধ করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদাসোগর সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন দয়া নহে, বিদা নহে, ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান গৌরব তাঁর অজেয় পৌরুষ , তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব। তাঁর অজেয় পৌরুষের জন্য তিনি একান্ত নিভীক বড় বড় রাজা মহারাজা থেকে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কারসাহেব পর্যন্ত সকলেই তালপাতার চটির কাছে অবনত। তিনি ছিলেন সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। কোনো ক্ষুদ্রতা, নীচতা, নিস্ফল আড়ম্বর তাঁর মনুষ্যত্বকে কখনো খর্ব করতে পারেনি। তাই দুশো বছর অতিক্রান্ত হয়েও তিনি আজ সমানভাবে অম্লান, অমর হয়ে আছেন বাঙালি জাতির হৃদয়ে ও মননে। পৃথিবীতে কিছু মানুষের জন্ম সাদামাটা হলেও তারা নতুন সভ্যতা নতুন অধ্যায়ের সূচনায় চিহ্নিত হন। তেমনি বাংলা ও বাঙালির মাঝে ঈশ্বরন্দ্রের আবির্ভাব সমগ্র পিছিয়ে ফড়া জনগোষ্ঠার জন্য সামাজিক মুক্তি ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের পথনির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত যে গল্পটি খুব জনপ্রিয় হয়েছে তা হল কলকাতায় যেতে মাইলস্টোনর সংখ্যা দেখে দেখে ইংরেজি শিখে নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। সংস্কৃতি কলেজের পাঠ শেষে মাত্র যোল বছর বয়সেই অধ্যাপনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। ধাপে ধাপে প্রধান আচার্যের পদে আসীন হন। রাষ্ট্রে প্রদানগণ এমন সব গল্প বলছেন মানুষ তো গপাগপ খাবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আরো যে গল্পটি জমা এসময়ে মানুষের জন্য খুব দরকারি সেটা ও আরো একবার মনে করি-১৮৪৭ সময়কার ঘটনা বিদ্যাসাগর সাংস্কৃত কলেজে ব্রিটিশ জেমস করে হিন্দু কলেজের (বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ) অধ্যক্ষ। বিদ্যাসাগর একদিন কোনো এক প্রয়োজনে গেছেন কার সাহেবের দফতরে। যাবার পর সামনের থাকা চেয়ারে কার সাহেব বিদ্যাসগরকে বসতে বললেন না । বরং তিনি চেয়ারে বসেছিলেন টেবিলের ওফরে জুতোসহ দুই পা তুলে। একবারের জন্যও পা গোটালেন না। কাজ শেষে করে বিদ্যাসাগর ফিরে এলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পর কার সাহেব কী একটা কাজে এলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। পেয়ে যান সুযোগ। বিদ্যাসাগরও তালপাতার টচিজোড়া সহ টেবিলের ওপর পা তুলে কথা বললেন। এই ব্যবহারে কার সাহেব অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে নালিশ করলেন সরকারের শিক্ষা পরিষদের সচিব ময়েট সাহেবের কাছে ময়েট বিদ্যাসগরের কাছে কৈফিয়ত চাইলেন। বিদ্যাসগরও ইংরেজিতে জবাব দিলেন যার বাংলা এমন ভেবেছিলাম আমরা অসভ্য সাহেবরা সভ্য, সাহেবদের কাছেই আমাদের সভ্যতা শেখা উচিত। কার সাহেবের কক্ষেও আমি গিয়েছিলাম, তিনি আমাকে যেভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, আমি ভেবেছিলাম সেটাই অভ্যর্থনা জানানোর রীতি, কাজেই তিনি যখন আমার কক্ষে এলেন ঠিক একইভাবে আমি তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছি। বর্তমানে আত্মসন্মানবোধের আকালে ভীষণবাবে প্রাসঙ্গিক এই গল্পটা। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কৃষককে বেগার শ্রমিক বানিয়ে কৃষিক্ষেত্রকে কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি হল নতুন আইনে

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার কাঠামো বদলে দেওয়ার মতো একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিল সরকার। কিন্তু সেই পদক্ষেপ থেকে মুনাফা লুটবে বড় বড় কর্পোরেট, কোণঠাসা হবে কৃষক, আর ছোট, প্রান্তিক ও বর্গা চাষিরা ক্রমশ নিজের জমিতেই চুক্তিবদ্ধ কৃষি শ্রমিকের মতো দাদন খেটে যাবে সামান্য বেঁচে থাকার মতো যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্য পেয়ে, খোলা বাজারে পণ্য বিক্রি করতে গিয়ে যেভাবে দু টাকার কুইন্টাল মূল্যে কখনও কখনও ফসল বেচতে হয়, সেইভাবে এমনটাই হবে নিত্য। দাম কমিয়ে ফসল ঘরে তুলে নেবে কর্পোরেট। সরকার তার নিয়ম মতো ন্যূনতম দামে ফসল কেনার কথা ঘোষণা করবে, কিন্তু সেটা কখনই খোলা বাজারে কর্পোরেটের বাজার নষ্ট না করে, তাই সরকার এখানে নিয়মমাফিক থেকেও কার্যত সরে যাবে আড়ালে। কৃষিখেত চলে যাবে কর্পোরেট দখলে।

একটু আগেই সংসদে বিরোধীদের প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও পাশ হয়ে গেল কৃষি পণ্য বাণিজ্য নিয়ে নতুন আইন। একই সঙ্গে অত্যাবশকীয় পণ্য তালিকা থেকে খাদ্যশস্য, তেল, চিনি, বাদ দিতে সংশোধনী পাশ হল। সরকার মান্ডির বাইরে ও সরকারি নির্ধারিত মূল্য ছাড়াও খোলাবাজারে চাষিদের কাছ থেকে ফসল কেনার জন্য আইন হল। একই সঙ্গে আইনসিদ্ধ হল চুক্তি চাষ। কোম্পানিগুলো নীলকর সাহেবদের আগাম দাদন দেওয়ার মতো করেই এবার থেকে আগাম চুক্তি করে কৃষকদের ফসল কিনে নিতে পারবে। বিরোধীরা সরকারের পদক্ষেপকে কৃষক যণ ও নামমাত্র দরে আগাম ফসল কেনার কর্পোরেট কৌশল বলে বর্ণনা করেছে। ক্ষুদ্র চাষি চাপের মুখে বেচতে বাধ্য হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। সরকারের বক্তব্য, বিরোধীদের প্রচার বিভ্রান্তিকর। বক্তব্য, বিরোধীদের প্রচার বিভ্রান্তিকর। নতুন আইনের ফলে ক্ষুদ্র চাষি এতদিন যেভাবে মহাজনি চক্রে পরে নিজের ফসল বেচতে বাধ্য হত তার বাইরে বেরিয়ে নিজের পছন্দ দাম পেলে খোলা বাজারে বিক্রি করে দিতে পারবে। এর ফলে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হবে চাষ করেত। অন্যদিকে সরাসরি মাঠ থেকে ফসল বিক্রির সুবিধা পাচ্ছে বলে যাতায়াতের খরচ লাগবে না, চুক্তি চাষে আগ্রহী চাষি বীজ, সার ইত্যাদি সংস্থাগুলি থেকেই পাবে সংস্থার দামে। বিরোধীদের বক্তব্য এর ফলে চাষি আসলে ওই সংস্থার বেগার শ্রমিকে পরিণত হবে। হাজার হাজার কৃষক সংসদের বাইরে আজ এই নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশের কৃষকরা দিল্লিতে আন্দোলনে সামিল। মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা সহ বিভিন্ন রাজ্যের কৃষক রাস্তায়। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী বন্ধের ডাক দিয়েছে ৩৩টি কৃষক সংগঠন। কিন্তু কেন? সরকার ও সরকার বিরোধীদের চাপান উত্তরের মধ্যে ব্যস্থব সত্য কী সেটা জানার দরকার।

এককথায় কৃষিপণ্য নিয়ে বাণিজ্য এবং ব্যবসা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত এই আইন অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুশ্চিন্তা এই কারণে যে, ভারতের কৃষিক্ষেত্রে এরপর কর্পোরেট পুঁজির একতরফা নিয়ন্ত্রণ কায়েম হতে চলেছে। বেশিরভাগ ছোট এবং প্রান্তিক কৃষক এরপর চাষ করতে গিয়ে কর্পোরেট চুক্তির জালে জড়িয়ে পড়বে। তাদের পণ্য শেষ পর্যন্ত কোন দামে বিক্রি হবে তা নিয়ে এক চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। একইসঙ্গে কৃষির মতো একটা রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্র আজ যে আইন করল, তাতে রাজ্য তার নিয়ন্ত্রণ হারাবে, হারাবে কৃষিপণ্যের বিক্রির উপর প্রাপ্য কমিশনের আয়, এবং মাণ্ডিগুলির আয় কমে যাবে। অন্যদিকে আন্ত রাজ্য চলাচলে আর রাজ্য কোনও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। তাতে এতকালের অত্যাবশ্যকীয় বলে চিহ্নিত খাদ্য শস্যগুলির দাম বেড়ে গেলেও পণ্য উৎপাদনের পর সেই রাজ্য নিজের রাজ্যবাসীর স্বার্থে বিপণন আটকে রাখতে পারবে না, এমনকি মজুতদারি নিয়ে আপত্তি করা যাবে না, সেটাই এখন থেকে হয়ে গেল আইন। ফলে এই সমস্ত কর্পোরেটগুলি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কালোবাজারি করতে পারবে। গুনাগার দিতে হবে সাধারণ মানুষকে বেশি বেশি দামে জিনিস কিনে।

মানুষের মনে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ার প্রথম কারণষ কৃষিক্ষেত্র থেকে সরকার ক্রমশ নিজের ভূমিকা সংকুচিত করে নিচ্ছে। ক্রমশ হাত গোটাচ্ছে। এতদিন ধরে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত একটি ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষিত হত। অন্তত সেটুকু পাওয়ার গ্যারান্টি সামনে রেখে ছোট এবং প্রান্তিক চাষিরা চাষ করতেন, অন্তত অভাবী বিক্রির সময়ে গত বছরের ঘোষিত ন্যূনতম দামটুকু নিয়ে চাষি ফসল বেচত। সেইটুকুও শেষ পর্যন্ত বাজার অর্থনীতির জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে নতুন আইন আনছে তাতে মাণ্ডিভিত্তিক কেনাবেচার ব্যবস্থা গুরুত্বহীন করে দিচ্ছে।

সরকার চাইছে একবারে মাঠ থেকেই সরাসরি কৃষি সংস্থা চাষির ফসল কিনে নিক। মাণ্ডির বাইরে কৃষিপণ্যের নতুন খোলাবাজারে ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে। মাণ্ডিগুলি সরকারের নেতৃত্বে পরিচালনাধীন এবং সেখানে ন্যূনতম দামেই কেনাবেচা চলে। যেটা সরকার ঘোষণা করে। কিন্তু এখানে যা এবার হবে, সেটা হল মাণ্ডির বাইরে ভিন্ন কর্পোরেট এবং বৃহৎ পুঁজির মালিকের ।সরাসরি মাঠ থেকেই চাষেণ পণ্য কিনে নেবে। একদিক থেকে এটা কৃষকের কাছে লাভজনক বলে মনে হতে পারে। তাতে কৃষককে খরচ করে মাণ্ডি পর্যন্ত পণ্য নিয়ে যেতে হবে না। গ্রামের যে ফড়ে এবং মহাজনের কাছে ফসল বিক্রির ব্যবস্থা ছিল সেই ব্যবস্থা এরপর ভেঙে যাবে। সেটা থেকে বেরিয়ে এসে তারা সরাসরি বিক্রি করার সুযোগ এবং স্বাধীনতা পাবে। তাতে গ্রামে এর মধ্যে যে সম্পন্ন মহাজনি ব্যবস্থা সেটা ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাবে। চাষি নিজের মতো করে দরাদরি করার জায়গায় আসতে পারবেন। এই ভাবনা থেএকই কেন্দ্র সরকারের বক্তব্য যে তাদের এই অঅইন কার্যত কৃষকদের স্বার্থেই।

কিন্তু ভারতবর্ষে যেভাবে কৃষি অর্থনীতি এতদিন পরিচালিত হয়েছে, তাতে দেখা গেছে কৃষকের স্বার্থে সরকারি আইন থাকলেও সেটা কার্যত কাজে লাগে না। যারা কৃষিক্ষেত্রে বড় চাষি তাঁরাই কৃষকের বিপন্নতার সুযোগ নিয়ে পরিস্থিতির বব্যহার করতে পারেন নিজেদের স্বার্থে। অভাবে পড়ে সম্পন্ন চাষিদের কাছেই ছোট চাষিরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে দিচ্ছেন। সে দিক থেকেই আইনের বাস্তব দিকটি যদি দেখা যায় তাহলে বলা যায় এরপর বড় বড় চাষিদের সঙ্গেই ফার্ম হাউসগুলির যৌথ বিপণন চক্র গ্রামে গজিয়ে উঠবে। মূলত আগাম চুক্তি বিত্তিক লেনদেন হয়ে যাবে স্থানীয় পঞ্চায়েতকে সামনে রেখে এবং এই আইনে যে চুক্তিভিত্তিক চাষের কতা বলা হযেছে, তাতেও এটা বলা হয়েছে যে ফসল উৎপাদনের পরে কী দাম হবে তার জন্য অনিশ্চয়তার দরকার নেই। চাইলে পুরোন দাম যা আগেই পেয়েছে তার বিত্তিতে একটি নিজস্ব আগাম দামের চুক্তিতে চাষের সমস্ত কিছুর বিক্রি করে দিতে পাবে। পরবর্তীকালে দামের ওঠানামা যাই হোক, সে পরে পুরো চুক্তির দামটাই পাবে। এই আইনির ফলেই যেমন চাষি একটি নির্দিষ্ট দাম পাচ্ছে বলে কৃষকের নিরাপত্তার দিকটা আছে বলে মনে হচ্ছে, ঠিক, তেমনি বাস্তবে এর প্রয়োগে দেখা যাবে কম দামে বিক্র করার মতন বাধ্যতামূলক পরিস্থিতিতে চাষিরা দাম পাবে কি পাবে না, তা নিয়ে সরকারের কোনও রক্ষাকবচ নেই। অনিশ্চয়তামুক্ত হতে বাধ্য হয়েই প্রয়োজনে বা পরিস্থিতি কম দামেই চুক্তি করতে বাধ্য হবে ছোট ছোট চাষিরা। যেমন ব্রিটিশ আমলে নীলকর ভারতের কৃষকদের কাছ থেকে দাদন দিয়ে কতটা নীল উৎপাদন করবে এবং কতটুকু তার দাম হবে, এই চুক্তি করে নিতে , তেমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে এবার স্বাধীন ভারতে। নীলকর সাহেবের বেশেই আসতে চলেছে এবার ভারতের কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী বৃহৎ বড় পুঁজি এবং কর্পোরেট হাউসগুলো। এই দিকে তাকিয়ে বলা যায়, এই যে আজকের আইনটি হচ্ছে, তার থেকে সর্ববৃহৎ মুনাফা নিতে পারবে বিলায়েন্স ইন্ডিাস্ট্রি বা রিলায়েন্স ফার্ম হাউস, আদানি শিল্পগোষ্ঠী, পতঞ্জলি, হিন্দুস্থান লিভার, আই টি সি-র মতো বৃহৎ পুঁজি, কর্পোরেট পণ্য ক্রেতারা, যারা সরাসরি চেষ্টা করবে আগাম চুক্তির সুবিধা নিয়ে কৃষকের হাতে একসঙ্গে অনেকগুলোর টাকা দিয়ে ফসলের দাম কমিয়ে নিতে। আগাম চুক্তি করতে। বিপন্ন কৃষকের হাতে টাকা গুঁজে তার মাঠের ফসলটিকে কীভাবে করায়ও করা য়ায ইতিহাস তার সাক্ষী বার বার। এবার এক্ষেত্রেও সেই ডিমলম্যানদের প্রভাব বাড়বে যারা এতকাল শুধুমাত্র অল্প পরিমাণে কাজ করত সেই মিডলম্যানদের প্রভাব বাড়বে যারা এথকাল শুধুমাত্র অল্প পরিমাণে কাজ করত, এবার তারা ই-কমার্সের সাহায্য নিয়েই বড় বড় কোম্পানিগুলির সঙ্গে চুক্তি করে অনেক বড়ভাবে মিডলম্যানের কাজটি করবে একাধারে এগ্রো কমার্স সংস্থা হিসেবে, অন্যদিকে মিডলাম্যানেরাই একটি ফার্ম প্রডিউস এজেন্সি হিসাবে কাজ করবে আগাম চুক্তি কেনাবেচার ক্ষেত্রে।

এই যে পুঁজিভিত্তিক কাঠামো ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থায় একেবারে শক্ত করে গেঁথে দেওয়া হচ্ছে, এর ফলে ভারতের ৬০ কোটি বা কারও কারও মতে ৪৫ কোটি, সংখ্যাটা যাই হোক, কৃষকের মধ্যে ৮৫ শতাংশ যে ক্ষুদ্র কৃষক আছে, তাদের অবস্থা হবে বৃহৎ । কৃষিভিত্তিক পুঁজিবাদী কাঠামোর তলায় চাপা পড়ে যাওয়া এমন একটি বিপন্ন শ্রেণির মতো। তারস্বরে চিৎকার করলেও সরকারের কাছে কিন্তু তাঁদের ব্যথা যন্ত্রণার কথা পৌঁছাবে না। কারণ সরকারের যে ব্যবস্থাটা আছে এবং থাকবে মাণ্ডি পর্যন্ত সেখানে তারা পৌঁছাতে পারবে না এমন একটা পরিবেশ তৈরি হবে, যেটাকে বলা যেতে পারে নয়া উদারনীতির এ হল কৃষি দখলের নয়া কৌশল ফার্মার্স আর ফার ফ্রম এগো ইকোসিস্টেম। কৃষকই বলি হয়ে য়াবে সবার আগে এই নতুন আইনে। ৮৫ শতাংশ ভারতের কৃষক কর্পোরেট পুঁজির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। এই নির্দিষ্ট সিস্টেমের বাইরেও বেরিয়ে আসতে পারবে না। তার বাইরে থাকার মতো ক্ষমতাও তাদের নেই। পুঁজির কাছেই নতজানু হয়ে চারা তাদের নির্দিষ্ট শর্তে ফসল বুনবে। বদলে যাবে চাষের ফসল। খাদ্যশস্যের বদলে বাণিজ্য শস্যের চাষ বাড়বে। জমির গুণাগুণ নষ্ট হলেও বাধ্য হতে হবে। জমির সঙ্গে চাষির আত্মার মতো জড়িয়ে থাকা পরিবেশ কৃষিক্ষেত্রে আর থাকবে না। সেখানেও জারি হবে নতুন রুল। নিজের জমি কর্পোরেটের হাতে তুলে দিয়ে অনেক ছোট চাষি সেই সংস্থার জন্য চাষ করবে বেগার শ্রমিক মতো এইরকম একটা আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে। এর থেকে বেরিয়ে আসার মতো সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের কোনও ব্যবস্থাই সরকার রাখছে না। সরকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষিত হবে এবং এবছর তারা সেটাকে আরও বাড়িয়ে প্রমাণ করেছে যে কৃষকের স্বার্থে ভারত সরকার সচেতন। কিন্তু এই ঘোষণা কতদিন হবে? এটা যে এই রাক্ষুসে আইনের সেফ প্যাসেজেরজন্য পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতির কৌশলে বাস্তবকে ভুলোনো। প্রতি বছর সরকার এই দাম ঘোষণা করতে বাধ্য থাকবে কি? সরকারের মাণ্ডি ব্যবস্থা কি এর পর থাকবে? মাণ্ডিতে যদি কেনাবেচা না হয় তাহলে সেই মাণ্ডি ব্যবস্থা ধ্বংস করা হচ্ছে করে কৃষিকে বাঁচিয়ে রাখবার সুযোগ এই আইনের পর আর থাকবে না। দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে কৃষিক যদি তার মনোমতো দাম না পায়, তাহলে? খোলাবাজার নির্ধারিত যে দাম ঠিক হচ্ছে, তার সঙ্গে সমতুল প্রতিদ্বন্দ্বিত ছুঁড়ে দিতে পারে মাণ্ডিকে কেন্দ্র। কিন্তু কর্পোরেট লরির চাপে সেটা এদেশে হবে না। তাই কৃষকের ইচ্ছে থাকলেও সরকারি দামে বিক্রির উপায় থাকবে না। নামকাওয়াস্তে সরকারের দাম ঘোষণা হবে, কিন্তু কেনার অফিস খুলবে না। বাস্তব এটাই। আসলে এই আইন কৃষকের কথা ভেবে তৈরি নয়। কৃষকের রক্ত জল করা ফসল নিয়ে কি করে বাণিজ্য করে কর্পোরেট মুনাফা করতে পারে তার কথা ভেবে তৈরি। সরকারের এই আইনের লক্ষ তাই কৃষকের নিরাপত্তার থেকেও অনেক বেশি কৃষি কর্পোরেটের মুনাফাকে সুনিশ্চিত করা ?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

এআইইউটিইউসি -এর উদ্যোগে বুধবার আগরতলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি। ছবি- নিজস্ব।

প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করেছেন মোদী : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে এবার গুরুতর অভিযোগ আনলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। রাহুলের মতে, কয়েক দশক ধরে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে কংগ্রেস যে সুসম্পর্ক তৈরি করেছিল, সেই সম্পর্ক নষ্ট করেছে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কও দুর্বল হয়েছে বলে তাঁর মত। বুধবার নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে রাহুল লিখেছেন, কয়েক দশক ধরে কংগ্রেস দ্বারা তৈরি সম্পর্কের জালকে ধ্বংস করছেন মিস্টার মোদী। প্রতিবেশী বন্ধু ছাড়া বিশ্বাস করা বিপজ্জনক।

ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, একটি মিডিয়া রিপোর্টে এমনই উল্লেখ করা হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ, "ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক দুর্বল হচ্ছে এবং চিনের সঙ্গে শক্তিশালী হচ্ছে।" ওই মিডিয়া রিপোর্ট বুধবার নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে আপলোড করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করেছেন রাহুল গান্ধী।

পুদুচেরিতে মৃত্যু বেড়ে ৪৮১, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে করোনা-সংক্রমিত ২৪,২২৭

পুদুচেরি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পুদুচেরিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল আরও ৮ জনের। এছাড়াও এক ধাক্কায় রাজ্যে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৫৪৩ জন। ফলে পুদুচেরিতে করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪৮১ এবং ২৪,২২৭। ২৪ হাজার ২২৭ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ১৮,৮৯৩ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

পুদুচেরির স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল দশটা পর্যন্ত রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের এবং আক্রান্ত হয়েছেন ৫৪৩ জন, এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৪৩৯ জন ও ৫,৬৪২টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪,৮৫৩ এবং সুস্থ হয়েছেন ১৮,৮৯৩ জন।

পুজোর আগেও হচ্ছে না ভিড়, চিন্তায় হকাররা

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে ।ইতিমধ্যেই দিন গোনা আরাম্ভ করে দিয়েছে শহরবাসী। আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সপরিবারে মর্তে আগমন ঘটবে মা দুর্গার। কিন্তু করোনা আবহে সব কিছুতেই পড়েছে ভাঁটা। করোনা জেরে ফাঁকা গড়িয়াহাট ধর্মতলা চত্বর। কপালে চিন্তার ভাঁজ হকারদের।

যত সময় বাড়ছে ততই যেন জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। কিন্তু করোনা আবহের মাঝেই আর মাত্র কয়েকদিন পরেই দুর্গাপুজো। প্রতিবছরই দুর্গাপুজোর আগে ধর্মতলা গড়িয়াহাট চত্বরে পা রাখা দায় হয়ে যায়। কিন্তু চলতি বছর সবকিছুই যেন ফাঁকা। মাছি মারছে হকাররা। পুজোর সময় ও কি হবে না বিক্রি-বাট্টা সেই চিন্তায় রাতে ঘুম ওড়ার জোগাড় ক্রেতাদের। জনবহুল ধর্মতলা যেন শ্মশান পুরীতে পরিণত হয়েছে। কবে ক্রেতারা আসবে জিনিস কিনতে সেই অপেক্ষাতেই পথ চেয়ে বসে রয়েছে ধর্মতলা গড়িয়াহাট চত্বরের হকাররা।

কাছাড় জেলায় করোনায় আক্রান্ত আরও ৪৭ জন

শিলচর (অসম), ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আজ বুধবার কাছাড় জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৪৭ জন। তাঁদের মধ্যে ৪৬ জনই রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে ধরা পড়েছেন। বাকি এক জন ধরা পড়েছেন পিআরপিসিআর টেস্টের মাধ্যমে। এদিকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজে আরও দু জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন কাছাড় জেলার এবং এক জন ত্রিপুরার বাসিন্দা। তবে স্টেট ডেথ অডিড বোর্ডের সিদ্ধান্ত এখনও আসেনি বলে জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে।

জানা গেছে, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এখন পর্যন্ত করোনায় সংক্রমিত হয়ে ১৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে স্টেট ডেথ অডিট বোর্ড কর্তৃক ঘোষণা করা হয়েছে ৫৭ জনের নাম। বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন ২২ জন। আইসিইউতে রাখা হয়েছে ১৬ জন রোগীকে। ডেস্টিনেশন আছেন দুই এবং অক্সিজেন সাপোর্টে রয়েছেন ৩৩ জন রোগী। বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১৩৩ জন সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রোগী রয়েছেন বলে মেডিক্যাল বুলেটিনে জানানো হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ২৪ জন রোগী ভরতি হয়েছেন এবং ১২ জনকে ডিসচার্জ করা হয়েছে।

১৪ টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আক্রান্তের সংখ্যা জাতীয় গড় থেকে কম

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): জাতীয় গড়ের তুলনায় দেশের ১৪ টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা কম। এর পাশাপাশি রাজ্যগুলিতে যে পরিমাণ করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে জাতীয় গড়ের থেকে বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু করোনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে মানদণ্ড রেখেছে তাতে প্রতি ১০ লাখে ১৪০ জন করোনা রোগীকে পরীক্ষা করা উচিত। বর্তমান সময়ে ভারতে প্রতি ১০ লাখে ৪৮০২৮ জনকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনের মানদন্ড থেকে ভারতের পরীক্ষার হার ছয় গুণ বেশি। যেসব রাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরীক্ষা বেশি হচ্ছে এবং আক্রান্তের সংখ্যা কম সেই রাজ্যগুলি হল মিজোরাম, মণিপুর, দমন দিউ, অরুণাচল প্রদেশ, গুজরাট, সিকিম, ত্রিপুরা সহ অন্যান্য রাজ্য। বিগত ২৪ ঘন্টায় গোটা দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৮৩৩৪৭। এর মধ্যে ৭৪ শতাংশ আক্রান্তের সংখ্যা দশটি রাজ্য থেকে। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের হার সবথেকে বেশি। এই তালিকায় দুই এবং তিন নম্বর স্থানে যথাক্রমে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্ণাটক। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর

চোপড়ায় কালভার্ট ভেঙে বিচ্ছিন্ন যোগযোগ

চোপড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় কালভার্ট ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। চোপড়া থেকে মাঝিয়ালির নারায়ণপুর হয়ে দাসপাড়া যাওয়ার রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ। সম্প্রতি চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মেরধাবস্তি এলাকার একটি কালভার্টের এক পাশে বসে যাওয়াতে ওই এলাকায় রাস্তায় বড়সড় ভাঙন শুরু হয়।

টানা বৃষ্টিতে বুধবার দুপুরে কালভার্টটি তলিয়ে রাস্তা ভেঙে যোগাযোগ ব্যাবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ঘটনাস্থলে চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে একটি প্রতিনিধিদল পৌঁছান।গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জাহেদা খাতুন এর স্বামী মহম্মদ হানিফ বলেন, অতি সম্প্রতি কালভার্টটি একাংশ বসে গিয়ে রাস্তায় ভাঙন শুরু হয়। টানা বৃষ্টিতে এদিন দুপুরে রাস্তাটি ভেঙে পড়াতে এই রুটে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পরল। গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বিষয়টি বিডিও এবং জেলা প্রশাসনের নজরে আনা হচ্ছে। অন্যদিকে, এলাকাবাসীদের অভিযোগ গত শনিবার কালভার্টের একাংশ বসে পড়ার ঘটনাতে রাস্তায় ভারী যানচলাচল বন্ধ থাকে। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে এনেও লাভ হয়নি। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য গুলেশা খাতুনের স্বামী মহম্মদ গফুর বলেন, বিষয়টি বিডিও সাহেবের নজরে আনা হয়েছিল। পনেরো বছর আগে রাস্তাটি তৈরি হয়। এরই মধ্যে কালভার্ট ও রাস্তার একাংশ ধসে পড়ল। ফলত আপাতত কয়েক হাজার মানুষ যাতাযাত এর সমস্যায় পড়লেন। স্থানীয়রা কালভার্টের বদলে এই এলাকায় সেতুর দাবি তুলেছেন। রাস্তা ভাঙনের ফলে সদর চোপড়ার সঙ্গে মাঝিয়ালী ও দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের একটা বড়ো অংশের মানুষের যোগাযোগ ব্যাবস্থা আপাতত বিচ্ছিন্ন। চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহম্মদ আজহারউদ্দিন বলেন, দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য এবিষয়ে পি ডাব্লিউ ডি দপ্তরের নজরে আনা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

এক গুচ্ছ দাবিতে ঝাড়্গাম জেলা বিদ্যুৎ দফতরে ডেপুটেশন জমা অংগঠিত বিদ্যুৎ কর্মী সমন্বয় মঞ্চের

ঝাড়্গাম, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : নির্মান শ্রমিক থেকে বিদ্যুৎ কর্মীর পরিচয় দেওয়ার দাবি সহ এক গুচ্ছ দাবি দাওয়া নিয়ে ঝাড়্গাম জেলা বিদ্যুৎ দফতরে ডেপুটেশন জমা দিলেন অংগঠিত বিদ্যুৎ কর্মী সমন্বয় মঞ্চ। বুধবার ঝাড়্গাম ডিভিশনের বেশ কিছু সব ষ্টেশনের সাপ্লাই এর ঠিকা কর্মী, এইচ টি মেন্টেন্যাস ও এলটি মেন্টেন্যাস, মিটার রিডার ও সুপার ভাইজার, ডাইভার, সিকিউরিটি গার্ডরা এই ডেপুটেশন দেন। তাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে তাদেরকে প্রতারিত করা হচ্ছে বলে দাবি করেন। তাদের দাবি শ্রম চুক্তি অনুযায়ী নুন্যতম ২১৬০০ টাকা বেতন প্রদান করতে হবে। পি এফ ও ই এস আই সি র যাবতীয় কাজগপত্র ওসমস্যার সমাধান করতে হবে। মিটার রিটারদের রেট সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে। ৬০ বছরের কাজের নিশ্চয়তা করা, শ্রম আইন অনুসারে ১ থেকে ৫ তারিখের মধ্যে বেতন দিতে হবে। বিদ্যুৎ কর্মী প্রদীপ্ত হালদার, অচিন্ত মন্ডলেরা বলেন, আমদেরকে দীর্ঘদিন ধরে নানা ভাবে প্রতারিত ও নায্যদাবি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমরা যাতে প্রতারিত না হয় তার জন্য কয়েকশো বিদ্যুতের কর্মীরা ঝাড়্গাম বিদ্যুৎ দফতরের ডিভিশন ম্যানেজার উজ্বল রায়কে ডেপুটেশন জমা দিয়েছি।

মোবাইল নিয়ে বচসার জেরে পিটিয়ে খুন প্রতিবেশীকে

ইটাহার, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বচসা থেকে সংঘর্ষে মৃত্যু হল একজনের। বচসার কারণ মোবাইল ফোন। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার দিঘনা গ্রামে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিঘনা গ্রামে বুধবার উত্তেজনা ছিল চরমে।

সূত্রের খবর, মৃত ব্যক্তির নাম শাহজামাল সরকার(৩৮)। খুনের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে একজনকে ইতিমধ্যেই আটক করেছে পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এর পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইটাহার থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইটাহারের দিঘনা গ্রামের বাসিন্দা শাহজামাল সরকারের মেয়ের সঙ্গে প্রতিবেশী হামিদুর রহমানের স্ত্রীর মোবাইল ফোন নিয়ে বিবাদ বাধে। মঙ্গলবার রাতে কাজ সেরে বাড়ি ফিরে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে গন্ডগোলের খবর পান শাহজামাল। তিনি হামিদুরের বাড়িতে গিয়ে মেয়ের মোবাইল ফোন আনতে যান। সেইসময় প্রতিবেশী হামিদুর রহমান সহ বাড়ির লোকজনেদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

অভিযোগ ছিল শাহজামালের মেয়ের মোবাইল কেড়ে নিয়েছে হামিদুরের স্ত্রী। হামিদুরের স্ত্রী এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। বিবাদের সময় আচমকাই হামিদুর রহমান ও তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন নাকি লাঠিসোটা ও লোহার রড নিয়ে শাহজামালের ওপর চড়াও হয়। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন শাহজামাল। রাতে তাঁকে ইটাহার ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তরা গা ঢাকা দেয়। মৃত শাহজামালের আত্মীয় রেজাউল হকের অভিযোগের ভিত্তিতে ইটাহার থানার পুলিশ একজনকে আটক করেছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

" কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হব আমরাই": হুংকার পার্থর

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) :কৃষি বিল নিয়ে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। রবিবার কৃষি বিল পাশ হওয়ার পর থেকেই বিরোধিতায় পথে নামে রাজ্যের শাসক দল। এরই মাঝে বুধবার কৃষি বিলের বিরোধিতায় পথে নামে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মেয়ো রোডে গান্ধী মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত মিছিল করে আসে তারা। আর এরপরেই "কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হব আমরাই" বিক্ষোভস্থল থেকে আওয়াজ তোলেন তৃণমূল মহাসচিব তথা শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, " দেশের কৃষকদের স্বার্থ বিরোধী কৃষি বিলের বিরোধিতায় নেমেছে তৃণমূল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে জয় হবে আমাদেরই"। সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষি বিল নিয়ে প্রতিবাদের ডাক দেয়। আর তারপরেই মঙ্গলবার তৃণমূলের মহিলা সংগঠন মেয়ো রোডে গাঁধী মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ দেখায়। আর বুধবার পথে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।কৃষিবিলের বিরোধিতায় সুবোধ মল্লিক স্কয়ার থেকে মেয় রোডে গান্ধী মূর্তি পাদদেশে পর্যন্ত মিছিল করে আসে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কৃষক বঞ্চনার অভিযোগে সবজির মালা ঝুলিয়ে শহরের রাস্তায় মিছিল করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। গান্ধী মূর্তি পাদদেশে পৌঁছে সেখানেই ধরনায় বসে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও।

বুদবুদে সাপের কামড়ে স্কুল ছাত্রীর

দুর্গাপুর, ২৩ সেপ্টম্বর(হি.স.): বাড়ীর পাশে বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করার সময় সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক স্কুল ছাত্রীর। মঙ্গলবার রাত্রে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বুদবুদের কোটা গ্রামে। স্থানীয় জানা গেছে, মৃতের নাম কমলিকা খাতুন(১৮) উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রী। পরিবার সুত্রে জানা গেছে, এদিন রাত্রে বাড়ীর পাশে বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করছিল। ওই সময় সাপের কামড় দেয়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে প্রথমে মানকর গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষনা করে। হিন্দুস্থান সমাচার/জয়দেব

ওদালগুড়িতে অবৈধ পিস্তল সহ গ্রেফতার এক

ওদালগুড়ি (অসম), ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি)-এর নির্বাচনী হাওয়া যখন বইছে তখন একের পর এক অবৈধ অস্ত্রভাণ্ডার উদ্ধার হচ্ছে। অনুরূপভাবে জনৈক যুবককে অবৈধ একটি পিস্তল সহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার ঘটনার তথ্য দিয়ে ওদালগুড়ি থানার জনৈক অফিসার জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার গভীর রাতে সাংসুমা ব্রহ্ম নামের এক যুবকের ঘরে তালাশি চালিয়ে ৭.৬৫ এমএম পিস্তল, দুই রাউন্ড সক্রিয় গুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার দায়ে সাংসুমাকে থানায় এনে নির্দিষ্ট ধারা বলে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন অফিসার।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত সোমবার রাতে ওদালগুড়ির রঙাগড়ায় এক ডাকাতির ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল। ওই ঘটনার পর মঙ্গলবার রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে রঙাগড়ার নিকটবর্তী শিমলুগুড়ি গ্রাম থেকে সাংসুমা ব্রহ্মকে পিস্তল ও গুলি সহ সহ গ্রেফতার করেছে। কিন্তু ডাকাতির সঙ্গে সাংসুমা জড়িত কি না সে সম্পর্কে এখনও কোনও খবর দিতে পারেনি ওদালগুড়ি থানার পুলিশ।

ফিট ইন্ডিয়া অভিযানের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী মতবিনিময় করবেন

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : 'ফিট ইন্ডিয়া' অভিযানের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই উপলক্ষে এক অভিনব উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার তিনি দেশের সাধারণ নাগরিক সহ ফিটনেসের ব্যাপারে প্রবল উৎসাহী কিছু ব্যক্তির সঙ্গে অনলাইনে 'ফিট ইন্ডিয়া ডায়লগ'-এ মতবিনিময় করবেন।

এই মতবিনিময় অনুষ্ঠানে ফিটনেসের ব্যাপারে নজির স্থাপন করেছেন এমন কয়েকজন ব্যক্তিত্ব তাঁদের এই সংক্রান্ত বিভিন্ন উপদেশ ও পরামর্শ দেবেন। এমনকি, প্রধানমন্ত্রীও ফিটনেস এবং সুস্বাস্থ্যের ব্যাপারে তাঁর চিন্তাভাবনা জনসমক্ষে তুলে ধরবেন। অনলাইন এই মতবিনিময় অনুষ্ঠানে ফিটনেসের দিক থেকে নজির সৃষ্টিকারী যে সমস্ত ব্যক্তি অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিরাট কোহলি, মিলিন্দ সোমন, ঋতুজা দিভেকর প্রমুখ। করোনার সময় ফিটনেস দৈনন্দিন জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছে। তাই এই মতবিনিময় অনুষ্ঠানে পুষ্টি সার্বিক কল্যাণ এবং ফিটনেস সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অর্থবহ আলোচনা হবে। জনগণের আন্দোলন হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত ফিট ইন্ডিয়া ডায়লগ বা মতবিনিময় ভারতকে একটি ফিট বা সুস্থ-সবল রাষ্ট্রে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে সামিল করার এক অভিনব প্রয়াস। ফিট ইন্ডিয়া অভিযানের মূল উদ্দেশ্যই ছিল সাধারণ মানুষকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, সহজ-সরল উপায়ে এবং

ব্যয়সাশ্রয়ী পন্থার মাধ্যমে ফিট থাকার ব্যাপারে সচেতন করে তোলা ও দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে ফিটনেসকে অন্তর্ভুক্ত করে আচার-আচরণগত পরিবর্তন নিয়ে আসা। ফিট অভিযানের সূচনার পর থেকে গত এক বছরে এই অভিযানের আওতায় একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এগুলিতে সমাজের সমস্ত শ্রেণীর বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। ফিট ইন্ডিয়া ফ্রিডম রান, প্লগ রান, সাইক্লোথন, ফিট ইন্ডিয়া উইক, ফিট ইন্ডিয়া স্কুল সার্টিফিকেট ও অন্যান্য কর্মসূচিগুলিতে ৩ কোটি ৫০ লক্ষেরও বেশি মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই অভিযান প্রকৃত অর্থেই জন-অভিযানের রূপ নিয়েছে। ফিট ইন্ডিয়া ডায়লগ বা মতবিনিময় অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ফিটনেসের ব্যাপারে অত্যুৎসাহী মানুষ অংশগ্রহণ করবেন। এর ফলে, নাগরিকরাই যে এই অভিযানের মূল কেন্দ্রবিন্দু তা আরও একবার সুদৃঢ় হবে। এমনকি, অভিযানের সাফল্যও সাধারণ মানুষেরই প্রাপ্য। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কোভিড রোগীদের খাবার যোগানে কেলেঙ্কারি, মূলচাঁদ বৈদের বিরুদ্ধে শিলচর সদর থানায় এফআইআর আকসা ইয়ুথ ফ্রন্টের

শিলচর (অসম), ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কোভিড রোগীদের খাবার সরবরাহের নামে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে মনোজ বৈদ এন্টারপ্রাইজের বিরুদ্ধে শিলচর সদর থানায় এফআইআর দায়ের করেছে আকসা-র ইয়ুথ ফ্রন্ট। সারা কাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থার (আকসা) ইয়ুথ ফ্রন্টের দুই কর্মকর্তা সজল দেবরায় এবং মানিক আহমদ বড়ভুইয়াঁ শিলচর সদর থানায় যৌথভাবে দায়ের করেছেন এই এফআইআর। দায়েরকৃত এফআইআর-এর ভিত্তিতে শিলচর সদর থানা কর্তৃপক্ষ ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২০(বি) / ২৬৯ / ২৭০ / ৪০৬ / ৪২০ ধারায় ২৮৭০/২০ নম্বরে এক মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করেছেন বলে জানা গেছে।

মনোজ বৈদ এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী মূলচাঁদ বৈদের বিরুদ্ধে গুরুতর নানা অভিযোগ উত্থাপন করে দায়েরকৃত এফআইআর নিয়ে বিস্তর আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে শহর শিলচরে। এমনিতেই শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কোভিড রোগীদের খাবার সরবরাহের টেন্ডারপ্রাপ্ত মনোজ বৈদ এন্টারপ্রাইজের বিরুদ্ধে বিস্তর অনিয়ম ও কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। এর উপর আজ আকসা-র যুব ফ্রন্টের দায়েরকৃত এফআইআর বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে সমগ্র জেলাজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় মনোজ বৈদ এন্টারপ্রাইজ তথা এর স্বত্বাধিকারী মূলচাঁদ বৈদকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে অভিযুক্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে গণক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটছে বলে সচেতন নাগরিদের অভিমত।

আকসা ইয়ুথ ফ্রন্টের দুই কর্মকর্তা সজল দেবরায় ও মানিক আহমদ বড়ভুইয়াঁ তাঁদের এফআইআরে উল্লেখ করেছেন, সরকারি বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যাপক নয়ছয় ও করোনাক্রান্ত রোগীদের অত্যন্ত নিম্নমানের খাবার যোগান দিয়ে ভাওতাবাজি তথা জনগণের সঙ্গে চরম প্রতারণা করছে মনোজ বৈদ এন্টারপ্রাইজ। দুর্যোগ মোকাবিলা আইনের ধারা ৫৩ মোতাবেক বরাতপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী মূলচাঁদ বৈদের বিরুদ্ধে এফআইআরে স্পষ্ট অভিযোগ করা হয়েছে, কোভিড রোগী তথা কন্টেনমেন্ট জোনের করোনাক্রান্তদের গুণগত মানসম্পন্ন পুষ্টিকর সুখাদ্য যোগান দেওয়ার শর্তে সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল মনোজ বৈদ এন্টারপ্রাইজ। কিন্তু লকডাউনের সময় থেকে এ পর্যন্ত দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে চুক্তি মোতাবেক যাবতীয় শর্তাবলী বেমালুম ভুলে নেহাৎ ন্যস্ত স্বার্থ ও অধিক মুনাফা আদায়ের লক্ষ্যে রোগীদের অত্যন্ত নিম্নমানের খাবার যোগান দিয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। যার ফলস্বরূপ নিম্নমানের খাবার খেয়ে রোগীদের শারীরিক অবস্থার অবনতির ঘটনাও ঘটেছে।

এভাবে রোগীদের উন্নতমানের খাবার যোগান দেওয়ার শর্ত ভঙ্গ করে সরকার ও জনগণের সঙ্গে চরম প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করে আসছে মনোজ বৈদ এন্টারপ্রাইজ। কেননা অতিমারির দুর্যোগকালে সরকারি নিয়ম নীতি ভঙ্গ করে বরাদ্দকৃত অর্থ লোপাটের গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর অভিযোগ ইদানীকালে সংবামাধ্যমে ফলাও করে প্রকাশও হয়েছে। তাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্তক্রমে বরাক উপত্যকার গরিব অসহায় মানুষের স্বার্থে আইনের শাস্তিযোগ্য ধারা বলে বিহিত পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জি জানানো হয়েছে এফআইআরে।

এদিকে শিলচর শহরের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী তথা মনোজ বৈদ এন্টারপ্রইজের স্বত্বাধিকারী মূলচাঁদ বৈদের 'অনৈতিক' কার্যকলাপের বিরুদ্ধে থানায় দায়েরকৃত এফআইআর দায়েরের খবর চাউর হলে শহরজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এবার 'লাগামহীন দুর্নীতি ও সরকারি অর্থ হাপিসের জন্য দুর্নীতিপরায়ণ' মূলচাঁদ বৈদের বিরুদ্ধে অন্ততপক্ষে বিহিত আইনি প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কৃষি বিলের বিপক্ষে হরিয়ানায় রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখালো যুব কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কেন্দ্রের কৃষি বিলের বিপক্ষে হরিয়ানায় পথে নেমে বিক্ষোভ দেখালো যুব কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা। দলের নেতা শচীন কুন্ডুর নেতৃত্বে পানিপথ থেকে ট্রাক্টরের করে দিল্লির উদ্দেশ্যে মিছিল বার করে যুব কংগ্রেস। কিন্তু মাঝ পথেই পুলিশের মিছিলকে আটকে দেয়। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে বিক্ষোভকারীরা এগিয়ে যেতে চাইলে জলকামান ব্যবহার করে মিছিলটিকে ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ। এই ঘটনায় শচীন কুন্ডু সহ হরিয়ানার একাধিক যুব কংগ্রেসের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে পুলিশ। মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জও করে। এই লাঠিচার্জে বেশ কয়েকজন কংগ্রেস নেতা গুরুতর জখম হন। পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে মনে করা হচ্ছে আগামী দিনে এই ধরনের বিক্ষোভ আরও জোরালো হতে পারে। এর আগে যুব কংগ্রেসের তরফে পঞ্জাব থেকে দিল্লি পর্যন্ত একই পন্থায় মিছিল আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু সেটিকেও মাঝপথে আটকে দেয় পুলিশ। যুব কংগ্রেসের দায়িত্ব প্রাপ্ত কৃষ্ণা আলবারু জানিয়েছেন, পুঁজিপতিদের হস্তগত হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।কৃষকদের পুঁজিপতিদের হাতে বন্ধক রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার।শচীন কুন্ডু জানিয়েছেন যে অগণতান্ত্রিকভাবে সংসদে তিনটি বিল মোদী সরকার পাশ করিয়েছে তা নিয়ে কৃষক এবং যুব সমাজের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে।দেশের সবথেকে বড় ভিত্তি হচ্ছে কৃষি তন্ত্র।নরেন্দ্র মোদী সরকার এক ঝটকায় গোটা কৃষি ব্যবস্থাকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছেন।

রায়গঞ্জে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মায়ের আশঙ্কাজনক চার মাসের শিশু

রায়গঞ্জ, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থানার ভাতুন গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষপাড়া এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মহিলার। গুরুতর জখম হয়েছে তাঁর চার মাসের শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার। এই ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় উত্তেজিত জনতা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম মেহেরুন নেসা। গুরুতর জখম শিশুর নাম মৈইনুর খাতুন। স্থানীয় সূত্রে খবর, চার মাসের সন্তানকে নিয়ে দাদার বাইকে করে ওই মহিলা ভাতুন গ্রাম পঞ্চায়েতের কাচনা বাড়িগ্রাম থেকে ভাটোল হাট সংলগ্ন তাজপুর গ্রামে ফিরছিলেন। সেই সময় একটি বেপরোয়া বালি বোঝাই ট্রাক্টর বাইকটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই মহিলার। কোল থেকে ছিটকে গুরুতর জখম হয় তাঁর চার মাসের শিশু। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা শিশুটিকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করান। তবে শিশুটির অবস্থা অবনতি হওয়ায় তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। এদিকে, ঘটনার পরই উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকায়। ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয়রা। ট্রাক্টরটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে ক্ষুব্ধ জনতা। তবে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। সেই সময় স্থানীয়রা পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর চালানোর চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। ঘন্টা তিনেক পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। অবরোধ তুলে নেন স্থানীয়রা।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দীপিকার মাদক অর্ডারের চ্যাট ফাঁস

এনসিবির ড্রাগ চ্যাট তদন্তে দেখা গেছে 'এন', 'জে', 'এস', 'ডি', 'আর', 'কে'র মধ্যে মাদক পরিবহন নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। আর এই 'ডি' অক্ষরের পেছনে দীপিকার নাম রয়েছে বলে দাবি করছে ভারতীয় কিছু টিভি চ্যানেল।

বলিউডের মাদককাণ্ডে একের পর এক তারকার নাম উঠে আসছে। নারকোটিকস কন্টোল ব্যুরোর (এনসিবি) তদন্তে এমন তারকাদের নাম উঠে আসছে যে শুনে চোখ কপালে উঠে যায়। ইতিমধ্যে মাদককাণ্ডে জড়িত থাকায় বলিউড অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে উঠে এসেছে রাকুল প্রীত সিং, সারা আলী খান ও শ্রদ্ধা কাপুরের নাম। এই তিন তারকাকে শিগগিরই সমন পাঠাবে এনসিবি। তবে মাদককাণ্ডে এ মুহূর্তে সবচেয়ে অবাক করার মতো নামটি হলো দীপিকা পাড়ুকোন।

এনসিবির ড্রাগ চ্যাট তদন্তে দেখা গেছে 'এন', 'জে', 'এস', 'ডি', 'আর', 'কে'র মধ্যে মাদক পরিবহন নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। আর এই 'ডি' অক্ষরের পেছনে দীপিকার নাম রয়েছে বলে দাবি করছে ভারতীয় কিছু টিভি চ্যানেল। শীর্ষস্থানীয় এক চ্যানেল তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, আগামী সপ্তাহে দীপিকাকে সমন পাঠাবে এনসিবি। ড্রাগ চ্যাটে 'ডি', অর্থাৎ দীপিকা 'মাল' (ড্রাগ) চেয়ে পাঠিয়েছেন 'কে'-এর কাছে। কে এই 'কে'? এই 'কে'—এর তাঁর নাম কারিশমা, যিনি কেওয়ান ট্যালেন্ট ম্যানেজমেন্ট এজেন্সিতে কাজ করেন। দীপিকার জবাবে কারিশমা জানান, 'আছে, কিন্তু আমার বাসায়। আমি এখন বান্দ্রায়।' কারিশমা আরও বলেছেন, 'যদি বলেন তো অমিতকে জিজ্ঞেস করতে পারি।' দীপিকা পাল্টা জবাব দেন, 'হ্যাঁ,

প্লিজ।' কারিশমা উত্তরে বলেন, 'অমিতের কাছে আছে, সে নিয়ে যাচ্ছে।' দীপিকা বলেন, 'হ্যাশ, বিড না।' শোনা যাচ্ছে, আগামী সপ্তাহে দীপিকাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠাবে এনসিবি। সুশান্তের সাবেক ট্যালেন্ট ব্যবস্থাপক জয়া শাহ আর সাবেক ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপক শ্রুতি মোদীকে গতকাল সোমবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার আবার তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে। গতকাল জয়া শাহকে প্রায় চার ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এনসিবি। এ সময় জয়া তাদের জানিয়েছেন নির্মাতা মধু মন্তেনা বার্মার নাম। আগামীকাল বুধবার এনসিবি মধু বার্মাকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকবে। মধু এ পর্যন্ত নির্মাণ করেছেন 'উড়তা পাঞ্জাব', 'সুপার থার্টি', 'কুইন', 'মাসান'-এর মতো বেশ কিছু ছবি।এনসিবির তালিকায় আছে ২৫ জন বলিউড তারকার নাম। বেরিয়ে আসছে আরও অনেকের নাম। এ ঘটনাটির দিকে যাঁরা তাকিয়ে আছেন, তাঁরা আছেন আরও কত কী দেখতে হয় সেই অপেক্ষায় ।

ফেসবুক রেখে গান শুনুন, ইয়োগা করুন

বলিউডের অনেক তারকাই এই মুহূর্তে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ে বিরক্ত। সোনম কাপুর, সোনাক্ষী সিনহা, আলিয়া ভাটদের পর এবার জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজও নেট দুনিয়া থেকে পাচ্ছেন পচাগলা আবর্জনায় পরিপূর্ণ ডাস্টবিনের গন্ধ। অসহিষ্ণুতা, হিংসা আর ঘৃণা ছড়ানোর জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে চান ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার ও টিকটককে। তাঁর এখন মনে হয়েছে, এসব আবিষ্কারের আগে বিশ্ব অনেক সুন্দর ছিল। তাই ফেসবুক—ইনস্টাগ্রাম থেকে দূরে থাকতে নিজের ছেলেবেলায় ফিরে যেতে চান জ্যাকুলিন।

জীবনের সব নেতিবাচক দিককে ইতিবাচকভাবে দেখার চেষ্টা করেন জ্যাকুলিন। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যা শুরু হয়েছে, এখান থেকে আর কোনো ইতিবাচকতা নিতে পারছেন না তিনি। বললেন, নিপাট মূর্খের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার চলছে। ইতিমধ্যে অনলাইনের দুনিয়া বিষাক্ত ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। অবশ্য তিনি নিজে যে

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার করেন না, মোটেও তা নয়। তিনি বলেন, 'আমি অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করি। সবার মধ্যে ইতিবাচকতা ছড়িয়ে দিই। কিন্তু বেশ কয়েক দিন ধরে আমি নেট দুনিয়ার সংস্পর্শ থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছি। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাই এসব থেকে অনেক অনেক দূরে চলে যেতে চাই। আমি যখন স্কুলে পড়তাম, তখন এসব কিছুই ছিল না। সেই সময়টায় ফিরতে চাই আমি।'

এখানেই শেষ করেননি জ্যাকুলিন। ভক্তদেরও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। বলেছেন, ফেসবুকে না থেকে ওই সময়টা ভালো গান শুনতে আর ইয়োগা করতে। নয়তো নতুন নানা কিছু শিখতে।বড় পর্দায় জ্যাকুলিনের শেষ ছবি 'রেস থ্রি'। সালমান খানের উপস্থিতি সত্ত্বেও বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল ছবিটি। পরে নেটফ্লিক্সে তাঁকে দেখা যায় ড্রাইভ-এ। প্রয়াত সুশান্ত সিং রাজপুতের সঙ্গে জুটি বাঁধলেও দর্শক ফিরিয়ে দিয়েছে ছবিটি।

এইচ আই ভি কিভাবে সংক্রামিত

আমাদের রক্তে আছে লোহিত কণিকা বা প্রতিটি কোষে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়, শ্বেতকণিকা যা প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলে আর রক্তরস কোষে পৌঁছে দেয় প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু, নানাবিধ রাসায়নিক নিঃসরণ ইত্যাদি। এছাড়াও রক্তরসে আছে বক্ততঞ্চনের উপাদান অনুচক্রিকা সংযোজক বাহিনী ইত্যাদি নানা উপাদান। শ্বেতকণিকার মধ্যে আবার গ্র্যানুলোসাইট,লিম্ফোসাইট, মোনোসাইট বিভিন্ন ধরনের শ্রেণিবিভাগ আছে। অণুবীক্ষণের তলায় দেখা চেহারা অনুযায়ী এই নামকরণ। গ্র্যানুলোসাইট আর মোনোসাইটরা হোলো প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রাথমিক সৈন্যদল, এদের পদাতিক বাহিনীও বলা যায়। শরীরে অবাঞ্ছিতদের অনুপ্রবেশ ঘটলেই তাকে ঘিরে ফেলে খতম করতে চেষ্টা করে । মোনোসাইটরা আবার সেই যুদ্ধের জঞ্জাল সরিয়ে ফেলতে সাহায্য করে। দেহের কোষ ও কোষমধ্যবর্তী স্থানে ম্যাক্রোফেজ (যা রাক্ষসের মত গিলে ফেলে) নামে বিশেষ শ্বেতকণিকা আছে, তারাও এই পদাতিক বাহিনীর অঙ্গ। শরীরে ফোড়া হলে জায়গাটা যে প্রথমে লাল হয়ে যায় তার কারণ রক্তে সেখানে পদাতিক বাহিনীকে নিয়ে গিয়েছে আর তারা জীবাণুকে ঘিরে ফেলছে। ফোড়া কেটে যে পুঁজ বেরোয় তা এই যুদ্ধে হত সৈনিকদের দেহ। লিম্পোসাইটরা হচ্ছে প্রতিরোধ বাহিনীর মূল স্তম্ভ। পদাতিক বাহিনীকে অস্ত্র জোগানো, শত্রুর ওপর কামানের গোলা দাগা, বোমা ফেলা, রাসায়নিক বৃষ্টি ইত্যাদির মত এদের নানা কাজ। এদের আর একটা কাজ হচ্ছে অবাঞ্ছিতকে চিনে রাখা যাতে একবার কোনো জীবাণুর আক্রমণ হলে এরা তাকে কোন অস্ত্রে ঘায়েল করা যাবে তা জেনে রেখে দেয় আর পুনরাক্রমণ হলে গোড়াতেই সেই অস্ত্র প্রয়োগ করে। লিম্ফোসাইটের আবার দুটো ভাগ আছে। বি লিম্ফো আর টি

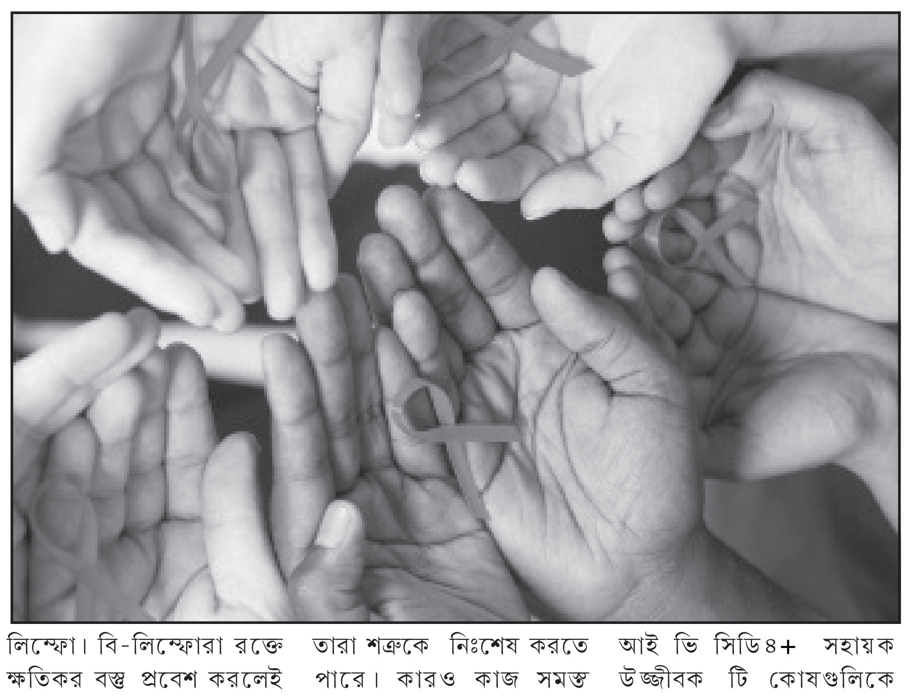

লিম্ফো। বি-লিম্ফোরা রক্তে ক্ষতিকর বস্তু প্রবেশ করলেই তাকে বা তার কোনো একটা অংশকে অমিত্র বা অ্যান্টিজেন বলে চিহ্নিত করে, আর তার বিরুদ্ধে অমিত্রসূদন বা অ্যান্টিবডি ইম্যুনোগ্লোবিউলিন তৈরি করে। ইম্যুনোগ্লোবিউলিনের আবার নানা শ্রেণিবিভাগ আছে যারা বিশেষ ধরনের কাজ করে। বিভিন্ন ধরনের বি লিম্ফো বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে বিভন্ন ধরনের অ্যান্টিবডি তৈরি করে যা সেই শত্রুকে ঘায়েল করতে সাহায্য করে। অনেক অ্যান্টিবডি আবার শুধুই জানান দেয় যে শরীরে অবাঞ্ছিতদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

এদের উপস্থিতি রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে। যেমন ঘটে এইচ আই ভি'র বেলায়। টি লিম্ফোদের বলা যায় প্রতিরোধ সেনাধ্যক্ষ। এরা থাকে রক্তে আর লসিকা ও লসিকা গ্রন্থিতে। এরা বিজাতীয় বস্তুর বিরুদ্ধে নানারকম রাসায়নিক ইত্যাদি নিঃসরণের মাধ্যমে শত্রু নিবারণে সাহায্য করে। এদেরও নানা শ্রেণি বিন্যাস আছে আর কাজকর্মও নানা ধরনের। কারো কাজ বি-লিম্ফোকে উজ্জীবিত করে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে সাহায্য করা, কারো কাজ পদাতিক বাহিনীকে সাহায্য জোগানো যেন তারা শত্রুকে নিঃশেষ করতে পারে। কারও কাজ সমস্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে উজ্জীবিত করা। এই শ্রেণির কোষদের বলা হয় সহায়ক, উজ্জীবক টি কোষ। আবার একদল আছে যারা শত্রুকেচিনে রাখে যেন দেখলেই তূর্যনাদে প্রতিরোধ বাহিনীকে সজাগ করে দিতে পারে।

এছাড়াও রক্তরসে আছে প্রতিরোধের সংযোজন বাহিনী, এদের বলা হয় কমপ্লিমেন্ট এদের নানা শ্রেণিবিভাগ আছে নানা ধরনের কাজের জন্য। এক নিজেদের মধ্যে আর প্রতিরোধ ব্যবস্থার বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে প্রতিরোধকে মাইক্রোলিটারে থাকে ১০০০-২০০০টি।এরাই টি লিম্ফো, বি লিম্ফো আর পদাতিক বাহিনীকে উজ্জীবিত করে। তাই এদের সহায়ক, উজ্জীবক কোষও বলা হয়। এদের তুলনা করা যেতে পারে কোনো অর্কেস্ট্রার পরিচালকের সঙ্গে। পরিচালক যেমন বেটন ঘুরিয়ে নির্দেশ দেন কখন কোন কোন যন্ত্র বাজবে আর কখনই বা সমবেত দূরে বাজবে যাতে সংগীতের পূর্ণ প্রকাশ হয়, সিডি৪+ টি কোষেরাও ঠিক সেইভাবেই প্রতিরোধ ব্যবসথার বিভিন্ন অঙ্গকে পরিচালনা করে সুসংহত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এইচ আই ভি সিডি৪+ সহায়ক উজ্জীবক টি কোষগুলিকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে। ভাইরাস কোষের মধ্যে প্রবেশ করে প্রজনন নির্দেশক পদার্থের সঙ্গে মিশে যায় আর কোষটিকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে এবং সেই কোষের মধ্যেই বংশবৃদ্ধির ফলে সেই কোষটি ধ্বংস হয় আর ভাইরাসেরা শুধু যে কোষে প্রবেশ করে তাকেই ধ্বংস করেনা, কাছাকাছি অন্যান্য টি কোষগুলিকেও (যাদের মধ্যে ভাইরাস প্রবেশ করেনি) ধ্বংস করে।

ফলে ক্রমশ টি কোষের সিডি৪+ সংখ্যা কমতে থাকে। টি কোষের সংখ্যাল্পতার ফলে বি কোষগুলি ঠিকমতো অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে না। ফলে প্রতিরোধ ব্যবস্থা ক্রমশ ভেঙে পড়ে আর শরীর সহজেই নানারোগের শিকার হয়। বিশেষ করে কিছু সুযোগ সন্ধানি জীবাণু ছত্রাক ও এককোষী জীবাণু আছে যারা সাধারণত শরীরের ক্ষতি করতে পারে না তারা এই সুযোগে ঢুকে পড়ে নানা রোগের সৃষ্টি করে। এইসব রোগের আক্রমণ থেকে এবং সেই সঙ্গে যদি কোন ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহার বা ঘটনার ইতিহাস থাকে তবে এইচ আইভি সংক্রমণের কথা সন্দেহ করাযায়।

৫ মিনিটেই ভ্যানিস করুন চোখের তলার কালি

চোখের কোলে কালি পড়ে যাওয়া। এ এক ভয়ঙ্কর সমস্যা মেয়েদের। চোখের কোলে কালি এক মুহূর্তে নঠ করে দিতে পারে সমস্ত সৌন্দর্য। কিভাবে মুক্তি পাবেন এই চোখের কোলের কালি থেকে? শুধু মেয়েরাই নন, ছেলেরাও এখন ভুগছেন চোখের কোলের কালির সমস্যায়।

এই চোখের কোলে কালি পড়ে যাওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। সাধারণ আমরা ভেবে থাকি যে, ঘুম কম হওয়ার জন্য চোখের কোলে কালি পড়ে যায়। কিন্তু শুধু এই একটাই কারণ নয়। ডার্ক আই সার্কেল' বা চোখের কোলে কালি পড়ার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। অ্যালার্জি, ডায়াবিটিস , অ্যানিমিয়া, অতিরিগু কাজের চাপ, এগজিমা, অতিরিগু ঘুম, প্রভৃতি এরকম অনেক কারণের জন্য চোখের কোলে কালি পড়তে পারে।

এমনকি খুব কাঁদলে কিংবা খাবারে বেশি পরিমাণে নুন কিংবা অতিরিগু পরিমাণে অ্যালকোহল বা ধূমপান করার জন্যেও এই সমস্যা দেখা দেয়।

একবার চোখের কোলে কালি পড়ে গেলে তা কমানো খুবই কষ্টকর কাজ। বাজারে প্রচুর প্রোডাক্ট বিক্রি হয়। কিন্তু তাতে আপনি খুব একটা উপকার পাবেন না। কিন্তু ঘরোয়া পদ্ধতিতে এমন একটি উপায়রয়েছে, যাতে খুব কম সময়ে আপনি চোখের কোলের কালিরমতো স্থায়ী সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আপনার বাড়িতে খাবার সোডা রয়েছে নিশ্চয়ই? তাহলে এক চামচ খাবার সোডা জলে গুলে একটা পেস্ট তৈরি করুন। এবার সেই পেস্ট আপনার চোখের কোলে ভালো করে লাগিয়ে দিন। ৫ থেকে ১০ মিনিট সেই পেস্ট রেখে দিন। পেস্টটি শুকিয়ে গেলে একটা নরম কাপড় বা টিস্যু পেপার দিয়ে হালকা হাতে পেস্টটি তুলে দিন। এরকমভাবে কয়েকদিন বেকিং সোডা ব্যবহার করলেই দেখবেন আপনার চোখের তলার কালি ভ্যানিস হয়ে গিয়েছে।

অ্যালার্জি মুক্ত রাখলেও, দাঁতে নখ কাটা ভালো নয়

দাঁত দিয়ে নখ কাটার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই রয়েছে। সাধারণত এটি একটি বদ অভ্যাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে শিশুকাল দাঁত দিয়ে নখ কাটার কিছু সুফলও রয়েছে এমন মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, যেসব শিশুরা দাঁত দিয়ে নখ কাটে এবং বৃদ্ধাঙ্গুল মুখে রাখে পরবর্তী জীবনে তাদের অ্যালার্জি হয় না।

ইউনিভার্সিটি অবওটাগো'র গবেষকরা ১৯৭২-৭৩ সালে জন্ম নেওয়া ১ হাজার ৩৭ টি শিশুর বড় হওয়ার পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে এ মত দিয়েছেন। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের দেওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করা হয়েছে।

দাঁত দিয়ে নখ কাটলে নানা ধরনের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা

থাকে। কারণ হাত থেকে আমাদের শরীরে জীবাণু প্রবেশ করে।এর আগে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, আবেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাপ্ত বয়সীরা দাঁত দিয়ে নখ কেটে থাকেন।

গবেষণায় উঠে এসেছে, ১৩ বছর বয়সীদের যাদের শিশুকাল থেকেএ দু'টি অভ্যাস রয়েছে তাদের ৩৮ শতাংশ সাধারণ অ্যালার্জি রয়েছে। অন্যদিকে ৪৯ শতাংশের কোনো অ্যালার্জি নেই। এর কারণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন গবেষক হ্যানকক্স। তিনি বলেন, এই অভ্যাসকে উৎসাহিত করার কোনো কারণ নেই। তবে যাদের শিশুকাল থেকে এই অভ্যাস রয়েছে তাদের পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, এসব শিশুরা বড় হওয়ার পরে তারা অ্যালার্জি মুক্ত। এমনকি অ্যাজমা ধরনের রোগও তাদের কম হয় না।

শরীরের দুর্গন্ধ কমানোর কয়েকটি সহজ উপায়

গায়ে দুর্গন্ধ। চেনা পরিচিত অপরিচিত সকলের কাছেই লজ্জায় ছোট হয়ে যেতে হয় যদি আপনার গা থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। আর এই সমস্যা বেশিরভাগ মানুষের কাছেই একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কীভাবে শরীরের দুর্গন্ধ দূরকরবেন তার কিছু উপায় দেওয়া হল। সারাদিন রোদে গরমে থাকলে শরীর ঘেমে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কারণেই শরীরের দুর্গন্ধ দেখা দিতে পারে। তবে এর আরও অনেক কারণ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এটা জেনেটিকও। তবে ঘামের ফলে যে দুর্গন্ধ দেখা দেয় তা কমানোর উপায় রয়েছে। ১) রোজ ভালো করে স্নান করা প্রয়োজন।শুধু তাই নয়, শরীরের বেশ কিছু অংশে যেখানে ঘাম জমে কিন্তু শুকোতে পারে না, সেই সমস্ত স্থান রোজ ভালো করে পরিষ্কার রাখতে হবে। ২) স্নানের জন্য শুধু সাবানই যথেষ নয়। কোনও অ্যান্টিসেপটিক লিকুইড, যা আপনার শরীরের দুর্গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে।৩) খাবারের নিয়মের জন্যেও শরীরের দুর্গন্ধ দেখা দিতে পারে। তাইএমন খাবার খেতে হবে, থেকে শরীরে দুর্গন্ধ না হয়। ৪) ঘাম থেকে ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হয়। আর সেই ব্যাকটেরিয়ার ফলেই শরীরে দুর্গন্ধ দেখা দেয়। তাই যে যে স্তানে ঘাম জমে সেই স্থানগুলি শুকনো রাখতে হবে।

গাছে ধাক্কা গাড়ির, উত্তর প্রদেশে মৃত্যু ৪ জন পুণ্যার্থীর

বাহরাইচ (উত্তর প্রদেশ), ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বাহরাইচ জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে গাছে ধাক্কা মারল একটি গাড়ি। ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জন পুণ্যার্থীর। এছাড়াও আরও ৬ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। বুধবার ভোর চারটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বাহরাইচ জেলায়, রামপুরবা চৌকির কাছে। উত্তর প্রদেশের সিদ্ধার্থনগরের বাসিন্দা ৯ জন পুণ্যার্থী, উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার থেকে গাড়িতে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। বুধবার ভোরে রামপুরবা চৌকির কাছে তাঁদের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে গাছে ধাক্কা মারে।

পুলিশ সুপার বিপিন মিশ্র জানিয়েছেন, জোরালো সংঘর্ষের জেরে গাড়িটি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। গাড়ির চালক-সহ ১০ জনকে উদ্ধার করে বাহরাইচ জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে নীতা দেবী (৪২), নিশা (৭), মিশ্রবতী (৪৪) এবং রিতা দেবী (৪০)-কে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় দু"জনকে লখনউয়ের ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। বাকি ৪ জন বাহরাইচ জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এসপি জানিয়েছেন, গাড়ির চালক সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তাই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

মহারাষ্ট্রে করোনায় মৃত্যু ২৩৪ জন পুলিশ কর্মীর, সুস্থতার সংখ্যা ২১,৮২৭

মুম্বই, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রে আরও ৫ জন পুলিশ কর্মীর প্রাণ কেড়ে নিল করোনাভাইরাস। বিগত ২৪ ঘন্টায় আরও ৫ জন পুলিশ কর্মীর মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২৩৪ জন পুলিশ কর্মীর। বুধবার সকাল পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে মোট ২১,৮২৭ জন পুলিশ কর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৮,১৫৮ জন পুলিশ কর্মী সুস্থ হয়েছেন এবং সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩,৪৩৫ জন।

মহারাষ্ট্র পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে মোট ২৩৪ জন পুলিশ কর্মীর প্রাণ কেড়েছে কোভিড-১৯। স্বস্তির বিষয় হল-মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৮,১৫৮ জন পুলিশ কর্মী এবং সক্রিয় রোগী ৩,৪৩৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ২৫৩ জন পুলিশ কর্মী এবং মৃত্যু হয়েছে ৫ জন পুলিশ কর্মীর।

পুলওয়ামায় সন্ত্রাসী হামলা, হতাহতের খবর নেই

শ্রীনগর, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দক্ষিণ কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে সন্ত্রাসবাদীদের উপদ্রব ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এবার দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায়, পুলওয়ামা প্রধান শহরে সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালাল সন্ত্রাসবাদীরা। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, এই জঙ্গি হামলায় হতাহতের কোনও খবর নেই। সুরক্ষিত রয়েছেন জওয়ানরা। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার পুলওয়ামা প্রধান শহরে সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় সন্ত্রাসবাদীরা।

সৌভাগ্যবশত এই হামলায় হতাহতের কোনও খবর নেই। হামলা চালানোর পরই জঙ্গিরা পালিয়ে যায়। গোটা এলাকা ঘিরে চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়। তবে, জঙ্গিদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হামলাকারীদের পাকড়াও করতে গোটা এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

২৪ ঘন্টায় ১৭৩ মিলিমিটার বৃষ্টি, অবিরাম বর্ষণে ভাসছে মুম্বই

মুম্বই, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শুরু হয়েছিল মঙ্গলবার সকাল থেকে, ২৪ ঘন্টারও বেশি সময় অতিক্রান্ত। কিন্তু, বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ নেই বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৭৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে মুম্বই শহরে। মুম্বই শহরতলিতে বৃষ্টি হয়েছে ২৮০ মিলিমিটার। প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে মুম্বইয়ের নায়ের হাসপাতাল। এই হাসপাতাল আসলে কোভিড-১৯ রোগীদের হাসপাতাল। ফলে সমস্যায় পড়েছেন স্বাস্থ্য কর্মীরা। অবিরাম বর্ষণে ভাসছে মুম্বইয়ের বিভিন্ন প্রান্ত। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ভেন্ডি বাজার, গোল মন্দির, নানা চক, মুম্বই সেন্ট্রাল জংশন, বাওলা কম্পাউন্ড, জে জে জংশন, হিন্দমাতা, কালা চৌকি, সার্থী বার, কিং সার্কেল প্রভৃতি এলাকা। রেললাইনে জল জমে যাওয়ায় বিঘ্নিত হয়েছে ট্রেন চলাচলও। বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি) জানিয়েছে, অবিরাম বৃষ্টিপাতের কারণে বুধবার সরকারি এবং বেসরকারি অফিসে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মুম্বইবাসীকে বাড়ির বাইরে বেরোতে বারণ করা হয়েছে। রেল পরিষেবাও বিপর্যস্ত হয়েছে। মুম্বইয়ের সিওন রেল স্টেশনে জল জমে যায়। পশ্চিম রেলওয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অবিরাম বৃষ্টিতে মুম্বইয়ের বিভিন্ন প্রান্তে জল জমে গিয়েছে। গ্র্যান্ট রোড থেকে চারনি রোড, লোয়ার পারেল থেকে প্রভাদেবী, দাদর থেকে মাতুঙ্গা, মাতুঙ্গা থেকে মাহিম প্রভৃতি এলাকায়। চার্চগেট এবং আন্ধেরির মধ্যে লোকাল ট্রেন পরিষেবা বাতিল করা হয়েছে। সেন্ট্রাল রেলওয়ে জানিয়েছে, রেললাইনে জল জমে যাওয়ায়, বুধবার বহু ট্রেনের সময় পরিবর্তন ও গন্তব্য কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রিয়া-শৌভিকের জামিনের শুনানি হচ্ছে না, বুধবার ছুটি বম্বে হাইকোর্টে

মুম্বই, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রবল বর্ষণে ভাসছে মুম্বইয়ের বিভিন্ন প্রান্ত। ভারী বর্ষণের কারণে মুম্বইয়ের বিভিন্ন প্রান্তে জল জলে যাওয়ায়, বুধবার বম্বে হাইকোর্টে ছুটি ঘোষণা করেছেন বম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। এদিনই বম্বে হাইকোর্টে মাদক মামলায় ধৃত রিয়া ও তাঁর ভাই শৌভিক চক্রবর্তীর জামিনের আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, হাইকোর্টে এদিন ছুটি থাকায় বুধবার রিয়া-শৌভিকের জামিন-আর্জির শুনানি হচ্ছে না। রিয়া ও শৌভিকের আইনজীবী সতীশ মানশিণ্ডে জানিয়েছেন, বুধবার ছুটি ঘোষণা করেছেন বম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, মুম্বই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে জল জমে যাওয়ার কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অপ্রধান বিচারপতি। আজকের সমস্ত মামলার শুনানি হবে বৃহস্পতিবার। ফলে রিয়া ও তাঁর শৌভিকের জামিন-আর্জির শুনানি হবে বৃহস্পতিবার। উল্লেখ্য, মাদক মামলা সংক্রান্ত বিশেষ আদালত এনডিপিএস (নার্কোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস) মঙ্গলবারই রিয়ার হেফাজতের মেয়াদ বাড়িয়েছে। তাই আগামী ৬ অক্টোবর পর্যন্ত মুম্বইয়ের বাইকুল্লা জেলেই থাকতে হবে তাঁকে। সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুতে মাদক যোগ উঠে আসার পর গত ৯ সেপ্টেম্বর রিয়াকে গ্রেফতার করে নার্কোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)।

করোনার জন্য চিনকে দায়ী করা অযৌক্তিক : শি জিনপিং

নিউইয়র্ক, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): পূর্ব লাদাখে ভারতের বিরুদ্ধে আগ্রাসন দেখালেও রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় শান্তির সপক্ষে সওয়াল করেছেন চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।পাশাপাশি করোনার জন্য চিনকে দায়ী করা যে যুক্তি সংগত নয় সেটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। পূর্ব লাদাখে দুই দেশের সংঘাত সম্পর্কে বলতে গিয়ে শি জিনপিং জানিয়েছেন, চিনা সেনাবাহিনী আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখাচ্ছে এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন ধরনের খবরের কোন ভিত্তি নেই। বেজিং যুদ্ধের পক্ষে নয়। আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধানে আগ্রহী চিন।যুদ্ধ এবং শীত যুদ্ধ কোনটাই চায় না চিন।

এবারের রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় ভিডিও বার্তা রেকর্ড করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিয়েছেন।তেমনই ভাবে চিনা প্রেসিডেন্ট এর রেকর্ড করা ভাষণও সাধারণ সভায় শোনানো হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কটাক্ষ করে শি জিনপিং জানিয়েছেন, চিন হচ্ছে বিশাল উন্নয়নশীল দেশ।শান্তি, সহযোগিতা এবং সার্বিক বিকাশে পক্ষপাতী চিন।

দুই দেশের মধ্যে মতানৈক্য হতেই পারে।সেই সব সমস্যাগুলোকে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে প্রথমে অনিশ্চয়তা থাকলেও পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভিডিওতে রেকর্ড করা ভাষণ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় শোনানো হয়। চিনা প্রেসিডেন্ট এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট দুজনেই করোনা মহামারী, বিশ্ব উষ্ণায়ন, মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং অন্যান্য বিষয় একে অপরের প্রতি আক্রমণ শানান। কার্যত বাকযুদ্ধে পরিণত হয় পরিস্থিতি। দুই রাষ্ট্রনেতার ভাষণ থেকে স্পষ্ট যে বিভাজন আরো বেশি ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রসঙ্গে চিনকে দায়ী করে ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, চিনের জন্য দূষণ বেড়ে চলেছে।পরিবেশের কলঙ্ক হচ্ছে চিন। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে সরে গেলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে দিয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর

রাজ্যে শিল্প বৃদ্ধির সঙ্গেই বৃদ্ধি পাবে কর্মসংস্থান, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রাজ্যে বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে সরকার। বুধবার রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র এবং বিভিন্ন দেশের শিল্পপতিদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল বৈঠকে এমনটাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে এদিন তিনি নবান্ন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জোড়া শিল্পের শিলান্যাস করেন।

এদিন নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী বানতলা চর্মনগরী তে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট ও পূর্ব মেদিনীপুরে ২০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের শিলান্যাস করেন। জোড়া শিল্প প্রকল্পের শিলান্যাস করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ আসছে। চর্ম শিল্প আরও বিনিয়োগ নিয়ত আসছে। ফলে অনেক কর্মসংস্থান হবে। মেদিনীপুরে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প হচ্ছে। পর্যটন শিল্পে ও জোর দেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে এগিয়ে বাংলা।' বাংলায় এসে বাংলায় বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য এদিন শিল্পপতিদের আহ্বান করেন তিনি।

এদিনের যে দুটি প্রকল্পের শিলান্যাস মুখ্যমন্ত্রী করেছেন সেগুলি সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব বলে জানিয়েছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'পরিবেশ বন্ধু প্রকল্প শুরু করা হচ্ছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে রক্ষা পেতে পরিবেশ বন্ধু প্রকল্প জরুরী। প্রকৃতির কথা না ভাবলে প্রকৃতিও বদলা নেবে।' প্রকল্প ও শিল্প তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে কর্মসংস্থান বাড়বে বলেই দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ''বাংলা আজকে এমএসএমই সেক্টরে দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। বাংলার ভিশন আছে, মিশন আছে। তাই অ্যাকশন হচ্ছে এবং রিঅ্যাকশনও পাওয়া যাচ্ছে।''মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'বানতলায় দেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ মডেল চর্ম প্রকল্প তৈরি হবে। সেখানে ৫ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হবে।' এছাড়াও এদিন তিনি দাবি করে বলেন, 'দিঘাকে কেন্দ্র করে গড়া প্রকল্পে হাজার হাজার মানুষ কাজ পাবেন। মেদিনীপুরের সোলার প্রকল্পে ১২০০কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে'।

নির্বাচন হলেই তৈরি তৃণমূল : আত্মবিশ্বাসী ফিরহাদ

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : তৃণমূল কংগ্রেস পৌর নির্বাচনের জন্য তৈরি। নির্বাচন কমিশন যখনই পুরো নির্বাচন করতে চাইবে তৃণমূল কংগ্রেস তখনই প্রস্তুত রয়েছে অংশগ্রহণ করতে। কার্যত এই ভাবেই নিজেদের আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করলেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম।

এপ্রিলে পুরসভা নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও করণা আবহে তা পিছিয়ে যায় অনির্দিষ্টকালের জন্য। এদিকে জুন মাসেই কলকাতা পুরসভার তৎকালীন বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় বোর্ড ভেঙে দেওয়ার পরিস্থিতির উপক্রম হয়। সেই সময় ওই বোর্ড ভেঙে দিয়ে তৎকালীন মেয়র ফিরহাদ হাকিম কে প্রশাসক মন্ডলীর চেয়ারম্যান পদে বসানো হয়।

তবে এই সিদ্ধান্তের পরেই তার বিরোধিতা করে হাইকোর্টে মামলা করেন উত্তর কলকাতার জনৈক এক ব্যক্তি। তবে মামলার রায় আসে ফিরহাদ হাকিমের পক্ষেই। প্রশাসক হিসেবে তাকে পুরসভায় বসে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। এবং একইসঙ্গে করনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন করার কথা জানিয়েছিল। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় এখনো কবে নির্বাচন হবে তা নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু বলা যাচ্ছে না। যদিও এর মধ্যেই কবে কলকাতা পুরসভার ভোট করানো সম্ভব হবে তা নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে জানতে চেয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। কমিশনের তরফ সে অবশ্য সর্বোচ্চ আদালত কে জানানো হয়েছে করোনার প্রকোপ কমলেই পুর নির্বাচন সম্পন্ন করা হবে।

এই প্রসঙ্গে পুরমন্ত্রী জানিয়েছেন, "মানুষের দরবারে যাওয়ার জন্য সবসময় প্রস্তুত আছে তৃণমূল। এপ্রিলেই নির্বাচনে যেতাম, যদি অতিমারী না হত। তাই পুরভোট নিয়ে আমাদের কোনও চিন্তাও নেই, ভয়ও নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, মার্চ ফরওয়ার্ড।" তবে করোনার প্রকোপ কমলেই রাজ্য নির্বাচন কমিশন চাইলে কলকাতার পাশাপাশি অন্য পুরসভাগুলিতেও ভোট হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন পুরমন্ত্রী।

করবুক মহকুমার বৈরাগী দোকান এলাকায় বুধবার পেট্রোল থেকে আগুন থেকে ৬টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দমকল কর্মীরা যথাসময়ে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তাতে অন্যান্য দোকানগুলি রক্ষা পায়। ছবি ও তথ্য নিজস্ব

গত ২৪ ঘণ্টায় অসমে ২০৭৩ জনকে নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১৬১৩৯৩, মৃত মোট ৫৮৬ জন, পজিটিভের হার ৬.৯৯ শতাংশ

গুয়াহাটি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় অসমে কোভিড-১৯-এ সংক্রমিত হয়েছেন নতুন ২,০৭৩ জন। এ নিয়ে রাজ্যে কোভিড সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,৬১,৩৯৩। পাশাপাশি মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন আরও আটজন। তাঁদের নিয়ে মৃতের সংখ্যা ৫৮৬ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে গতকাল রাত পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ১,৮১৭ জন করোনায় সুস্থ রোগীকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। সুস্থের সংখ্যা ১,২৯,১৩০। অবশ্য এখনও সক্রিয় রয়েছেন ৩১,৬৭৪ জন রোগী। বিভিন্ন হাসতপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এই তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন, গতকাল রাত পর্যন্ত ২৯,৬৪৭ জনের কোভিড টেস্টে নতুন ২,০৭৩ জনের দেহে পজিটিভ ধরা পড়েছে। টেস্টের তুলনায় পজিটিভের হার ৬.৯৯ শতাংশ। সোমবার এই হার ছিল ৭.৪২ শতাংশ। পজিটিভদের মধ্যে সর্বাধিক কামরূপ মহানগর জেলার ৩৪৪ জন, ডিব্রুগড় জেলার ১৬৮ জন, যোরহাটের ১৬৬ জন এবং গোলাঘাট জেলার ১২৫ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে তিনজনকে ভিন রাজ্যে স্থানান্তর করা হয়েছে, জানান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

এদিকে গতকাল মৃত্যুবরণকারী আরও আটজনের নাম প্রকাশ করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। তাঁরা ডিব্রুগড়ের ভগীরথ শর্মা (৮৫), দরঙের জোনাকচন্দ্র ভুঞা (৭৬), বরপেটার পরেশচন্দ্র আর্য (৬৫), কামরূপ মহানগরের প্রভেশ্বর রাভা (৫৫) ও সুরেন্দ্রনাথ দাস (৭৪), বঙাইগাঁওয়ের মহোদরচন্দ্র পাঠক (৮৪), যোরহাটের প্রদীপ গগৈ (৭০) এবং কাছাড় জেলার মল্লিকা দেবচৌধুরী (৬৬)। নিহতদের প্রতি গভীর শোক জানিয়ে তাঁদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

পুঞ্চে ফের সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘণ পাকিস্তানের, প্রত্যাঘাত ভারতের

জম্মু, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায়, নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ফের সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ বুধবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার শাহপুর, কিরনি এবং কাসবা সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ যথা সময়ে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। বুধবার সকাল ন"টা থেকে শুরু হয় গুলিবর্ষণ, ভারত ও পাক সেনার মধ্যে গুলির লড়াই চলতে থাকে দীর্ঘ সময় ধরে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, বুধবার সকাল ন"টা থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার শাহপুর, কিরনি এবং কাসবা সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনীঊ প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। প্রসঙ্গত, চলতি মাসে এই নিয়ে ৩৭ বার সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করল পাক সেনাবাহিনী।

মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা নেই আলুর দাম সঠিক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার: তোপ জয়প্রকাশের

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ইতিমধ্যেই কৃষি বিল নিয়ে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। এরই মাঝে রাজ্যজুড়ে হুড়মুড়িয়ে বেড়েছে আলুর দাম। আলুর পাশাপাশি এখন দাম বেড়েছে পেঁয়াজেরও। আর এইসবের মাঝেই রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন বিজেপি রাজ্য সহ সভাপতি জয় প্রকাশ মজুমদার। "মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা নেই আলুর দাম সঠিক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার" বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই মন্তব্য করেন বিজেপি রাজ্য সহ সভাপতি। এই প্রসঙ্গে জয় প্রকাশ মজুমদার আরও বলেন, "সংবিধানের শপথ নিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি যে পদে বসেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো বলেছিলেন ২২ টাকায় আলু ছাড়তে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলুর দাম নিয়ন্ত্রণ করার পরও আলুর দাম কেন ৪০ টাকা হল? তার মানে কাটমানি আর আলু নিয়ে অসাধু ব্যবসা করছেন যারা সাধারণ মানুষের পেটে লাথি মারছে। তাদের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের অঙ্গাঙ্গিভাবে যোগ আছে। সে কারণে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা নেই আলুর দাম সঠিক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার। বাংলার ৭০ লক্ষ কৃষকদের প্রতি অন্যায় অবিচার করছেন। আলুর দাম কমাতে তিনি ব্যর্থ। তাই ব্যর্থতার প্রতিবাদ ও কৃষকদের স্বার্থ সওয়াল করতে আমরা আজ মহামান্য রাজ্যপালের কাছে এসেছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিয়ত তার অবজ্ঞা প্রকাশ করছেন। মিথ্যাচার করছেন। অন্যদিকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছেন"। উল্লেখ্য, এদিন বিজেপি রাজ্য সহ সভাপতি জয় প্রকাশ মজুমদার রাজভবনে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের কাছে একটি স্মারকলিপিও জমা দেন। এদিন রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে জয় প্রকাশ মজুমদারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল রাজভবনে যায়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি মহিলা মোর্চার সভাপতি অগ্নিমিত্রা পাল, বিজেপি নেতা সব্যসাচী দত্ত সহ অন্যান্যরা। হিন্দুস্থান সমাচার/পায়েল

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রামবিলাসের সঙ্গে দেখা করলেন ওম বিড়লা

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফর্টিস এসকর্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা লোক জনশক্তি পার্টির নেতা রামবিলাস পাসওয়ানের সঙ্গে দেখা করলেন সংসদের নিম্নকক্ষের লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। বুধবার ফর্টিস হাসপাতালের পৌঁছিয়ে অসুস্থ রামবিলাস পাসওয়ানের সঙ্গে দেখা করেন ওম বিড়লা। কথা বলেন তার চিকিৎসকদের সঙ্গেও ।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিকিৎসা কেমন হচ্ছে সে বিষয় লোকসভার অধ্যক্ষকে অবগত করান চিকিৎসকরা। পরে রামবিলাসের পুত্র চিরাগ পাসওয়ানের সঙ্গেও কথা বলেন ওম বিড়লা। পরে টুইট করে লোকসভার অধ্যক্ষ লিখেন, রামবিলাস পাসওয়ানের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। উল্লেখ করা যেতে পারে রুটিং চেকআপের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন রামবিলাস পাসওয়ান। কিন্তু চিকিৎসা করার সময় দেখা যায় তার হৃদযন্ত্রে এবং হাঁটুতে সমস্যা রয়েছে।বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি।

মাদ্রাসার উগ্রপন্থা নিয়ে সরব তথাগত রায়

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মাদ্রাসার উগ্রপন্থা নিয়ে সরব হলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

তথাগতবাবু বুধবার টুইটে লিখেছেন, "২০০২ সালে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু বলেছিলেন সীমান্তে বেশ কিছু মাদ্রাসায় দেশবিরোধী কার্যকলাপ চলছে।পার্টির ধমক খেয়ে পরদিনই তাঁকে নিজের বক্তব্য অস্বীকার করতে হয়। সেই মাদ্রাসা থেকেই ১৮ বছর বাদে উগ্রপন্থীগুলোকে টেনে বার করছে এনআইএ। ইতিমধ্যে সর্বনাশের পথে আমরা কতদূর এগিয়েছি কে জানে?" টুইটে এক ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন, আমরা বাঙ্গালরা আমাদের ঠাকুর দাদা ও ঠাকুমাদের উপর বাংলাদেশের মুসলমানদের অত্যাচার আজও ভুলিনি। তাই সেই মুসলমানদের বংশধরদের আবার ভারতে জামাই আদর করে এনে আমাদের নিজেদের পিছনে বাঁশ নিতে চাই না। তাই সব বাঙ্গালরা এনআরসি সমর্থন করি।" এর প্রেক্ষিতে তথাগতবাবুর ওই মন্তব্য। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

অরুণোদয় প্রকল্পের সুবিধাভোগী বাছাই করতে কমিটি গঠন কাছাড়ে

শিলচর (অসম), ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : 'অরুণোদয়' প্রকল্পের সুবিধাভোগী বাছাই করার জন্য কাছাড় জেলায় একটি স্ক্রুটিনি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটিতে কাছাড় জেলা পরিষদের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসারকে চেয়ারপারসন এবং ট্রান্সফর্মেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্রাঞ্চের সিনিয়র প্ল্যানিং অফিসারকে সদস্যসচিব হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

সরকারিভাবে এই খবর জানিয়ে বলা হয়েছে। এই কমিটিতে অন্যান্যদের মধ্যে শিলচর, সোনাই, লক্ষ্মীপুর মিউনিসিপালিটি বোর্ডের সব এগজিকিউটিভ অফিসার, কাছাড়ের সকল সার্কল অফিসার এবং বিডিওরা ছাড়া সকল গ্রাম পঞ্চায়েত সচিব ও সকল টাউন ইন্সপেক্টরগণকে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে।

অরুণোদয় প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুযায়ী সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য এই কমিটিকে পালন করতে হবে। যেগুলি কমিটিকে পালন করতে হবে সেগুলি যথাক্রমে সুবিধাভোগী বাছাই অর্থাৎ স্ক্রুটিনি করতে হবে, বিডিওদেরকে গ্রামীণ এলাকা থেকে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত সচিবদের প্রেরিত চেকলিস্ট পরীক্ষা করতে হবে এবং টাউন ইন্সপেক্টরদের ভেরিফিকেশন করা প্রেরিত চেক লিস্ট পুর পর্ষদের এগজিকিউটিভ অফিসারগণ দেখবেন। কোভিড প্রটোকল মেনে কমিটির সদস্যগণ শিলচরের জ্যোতি কলাকেন্দ্রে কেন্দ্রীয়ভাবে স্ক্রুটিনি করতে পারবেন। এই স্ক্রুটিনি আজ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সকাল দশটা থেকে মিশন মুডে করতে বলা হয়েছে। এছাড়া আরও দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা এই নির্দেশে জানানো হয়েছে।

মৃত্যু বাড়ছেই ! ভিওয়ান্ডিতে বহুতল ভেঙে মৃত বেড়ে ৪০

থানে (মহারাষ্ট্র), ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের থানে জেলার ভিওয়ান্ডি শহরে তিন-তলা বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪০। গত সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) ভোররাতে ভিওয়ান্ডি শহরের প্যাটেল কম্পাউন্ড এলাকায় অবস্থিত একটি তিন-তলা বহুতল ভেঙে পড়ে। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত বহুতলের নীচ থেকে ২৯ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল, বুধবার বিকেল পর্যন্ত উদ্ধার করা হয় আরও ১১টি দেহ। বুধবার সকালে থানে পৌর নিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভিওয়ান্ডিতে বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪০ জনের। এখনও খোঁজ নেই অনেকেরই। তাই মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গত সোমবার ভোররাতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে তিন-তলা ওই বহুতলটি। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র কর্মীরা নিরন্তর পরিশ্রমের পর অনেককেই জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেছেন। তবে, ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৪০ জন। এখনও অনেকেই ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

মৃদু ভূমিকম্প জম্মু ও কাশ্মীরে, শ্রীনগরের অদূরে ৩.৬ তীব্রতার কম্পন

শ্রীনগর, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীরঊ মঙ্গলবার রাতে মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তঊ শ্রীনগর থেকে মাত্র ১১ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ভূকম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৬। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে, ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় ভূস্বর্গের মানুষজনের মধ্যেঊ ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাত ৯.৪০ মিনিট নাগাদ ৩.৬ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরেঊ ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরে, শ্রীনগর থেকে মাত্র ১১ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। রাতের অন্ধকারে আচমকা মাটি কেঁপে ওঠায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজন। উল্লেখ্য, জম্মু-কাশ্মীরে মাঝেমধ্যেই মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়ঊ ২০০৫ সালের ৮ অক্টোবর কাশ্মীরে ৭.৬ তীব্রতার ভূমিকম্পে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

২৪ ঘন্টায় ৯.৫৩ লক্ষ, ভারতে ৬.৬২ কোটির উর্ধে করোনা-পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ৬.৬২ কোটির উর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। একইসঙ্গে ভারতে ফের খানিকটা বাড়ল দৈনিক করোনা-পরীক্ষা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৯,৫৩,৬৮৩টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২২ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) পর্যন্ত দেশে ৬,৬২,৭৯,৪৬২টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) ভারতে ৯,৫৩,৬৮৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতে ৬,৬২,৭৯, ৪৬২টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৯.৫৩ লক্ষের বেশি টেস্ট হলেও, এই সময়ে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৮৩,৩৪৭।

৫৬ লক্ষের বেশি করোনা-সংক্রমণ, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ৯০,০২০ : স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কোনও ভাবেই রাশ টানা যাচ্ছে না করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যায়। সুস্থতার সংখ্যা বাড়লেও, মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিনই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৫৬ লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৫৬,৪৬,০১১-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ১,০৮৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৮৩,৩৪৭ জন।

বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৯০,০২০ জন এবং মোট সংক্রমিত ৫৬,৪৬,০১১ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪৫,৮৭,৬১৪ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৬৮ হাজার ৩৭৭। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৬০ শতাংশ করোনা-রোগীর, সুস্থ হয়েছেন ৮০.৮৬ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ১৭.৫৪ শতাংশ মানুষ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

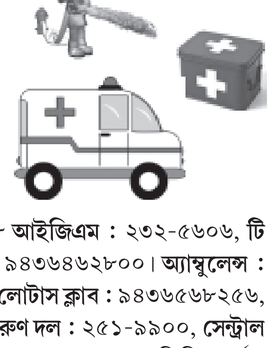

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ফের কমেছে দৈনিক সুস্থতা

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রাজ্যে করোনা সংক্রমণ তিনহাজারের গণ্ডির নিচে তো নামছেই না। উল্টে গত ২৪ ঘন্টায় ফের কমেছে দৈনিক সুস্থতা। একদিনে ফের সংক্রমিত হয়েছে তিন হাজারেরও বেশি মানুষ। গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩১৮৯ জন। গত এক দিনে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২৯৯৮জন। এদিন সুস্থতার হার ৮৭.৩৭ শতাংশ। ২৪ ঘন্টায় মারা গেছেন ৬১ জন।তাই রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৫, ১০১জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২লাখ ৩৪হাজার ৬৭৩জন। রাজ্যে মোট করণা মুক্ত হয়েছেন ২লাখ ৫হাজার ২৮ জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৪৫৪৪জনের। মঙ্গলবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী জানানো হয়েছে এমনটাই।

এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় কলকাতা ৬৬০ টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১হাজার ৮৪৯টি। গত ২৪ ঘন্টায় ৪৮৯ জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৪৫, ৭৫১জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘন্টায় ১২জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৬১৯জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪৪৭৯জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৩২জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৫১৬জন। এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৫হাজার ২২৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২৯লাখ ২৪হাজার ৫০৭টি। এখন রাজ্যে ৭৮টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী

আগামী নভেম্বর পর্যন্ত অসমে আলু-পেঁয়াজের দাম কমার সম্ভাবনা নেই, বলেছেন মন্ত্রী ফণীভূষণের

গুয়াহাটি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আগামী নভেম্বর পর্যন্ত অসমে আলু ও পেঁয়াজের দাম কমার সম্ভাবনা খুব কম। এমনটাই ইঙ্গিত দিলেন রাজ্যের খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরী।

আলু ও পেঁয়াজের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর অভাবনীয় মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আজ বুধবার অসম চেম্বার্স অব কমার্সের পদাধিকারীরা খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরীর সঙ্গে এক আলোচনা সভায় মিলিত হয়েছিলেন। দিশপুরে জনতা ভবনে অনুষ্ঠিত ওই আলোচনা সভায় খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরী জানান, আগামী নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে আলু ও পেঁয়াজের মূল্য হ্রাস পাওয়ার কোনও ধরনের সম্ভাবনা নেই। মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরী জানান, আলু ও পেঁয়াজের উৎস তথা উৎপাদন ক্ষেত্রেও মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। এমতাবস্থায় অসমে নভেম্বর মাস পর্যন্ত এই দুই সামগ্রীর মূল্য হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ। তবে অসম চেম্বার্স অব কমার্সের পদাধিকারীরা রাজ্য সরকারকে রাজ্যের প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর সরবরাহ সুনিশ্চিত এবং মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, প্রায় প্রতি বছর সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাস থেকে আলু ও পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা শুরু হয়। রাজ্যে কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে এই সময়কালে অসাধু ব্যবসায়ীরা আলু ও পেঁয়াজের অধিক মূল্য সংগ্রহ করার ঘটনা সংগঠিত হয় বলে নানা সময় অভিযোগ উঠে।

সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত কলকাতা পুলিশের সাউথ ওয়েস্ট ডিভিশন এড়িয়া

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনা আতঙ্কে নাজেহাল শহর। গত কয়েক মাস ধরে তিলোত্তমায় জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। কিন্তু এরই মাঝে করোনাকে ভয় না পেয়ে জনগনের সেবায় রত কলকাতা পুলিশ। আর তাই সংক্রমণ এড়াতে বুধবার জীবাণুমুক্ত কলকাতা পুলিশের সাউথ ওয়েস্ট ডিভিশন এড়িয়া। সময়ের সাথে সাথে ক্রমাগত আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অচেনা অদৃশ্য এই ভাইরাস। করোনা কাঁটায় ঘর থেকে বেরোতে এক প্রকার ভয় পাচ্ছে শহরবাসী। কিন্তু এরই মাঝে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে শহরবাসীর সেবায় রত কলকাতা পুলিশ। চলতি বছর করোনা আবহে জনগণকে সচেতন করতে থেকে মাস্ক বিলি খাদ্য বিলি সবটাই করেছে কলকাতা পুলিশ। কিন্তু ইতিমধ্যেই করোনা থাবা বসিয়েছে একাধিক থানায়। আর তাই এদিন সংক্রমণ এড়াতে কলকাতা সাউথ ওয়েস্ট ডিভিশন এড়িয়া। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

মাসিমপুরে বিএসএফের ফিট ইন্ডিয়া ফ্রিডম রান কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া

শিলচর (অসম), ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শিলচরের পার্শ্ববর্তী মাসিমপুরের সেনা ছাউনিতে বিএসএফ-এর মিজোরাম অ্যান্ড কাছাড় ফ্রন্টিয়ারের উদ্যোগে ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের অধীনে ফ্রিডম রান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বিএসএফ জওয়ানদের ওই ফ্রিডম রান কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। সমগ্র দেশকে সুরক্ষিত রাখতে সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর বিভিন্ন শাখার জওয়ানদের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও সবল থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই কর্মসূচিতে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল লক্ষ্যণীয়। মাসিমপুর সেনা ছাউনির বিএসএফ-এর মিডিয়া সেলের পক্ষে এ খবর জানানো হয়েছে।

১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দিতে রাজ্যকে নির্দেশ স্যাটের

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বকেয়া মহার্ঘভাতা বা ডিএ নিয়ে ফের ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল অর্থাৎ স্যাট।

বুধবার স্যাটের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আগামী ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে এই বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দিতে হবে। ফলে বলাই যায়, রাজ্য সরকারের সামনে এই পরিস্থিতি যথেষ্ট অস্বস্তিকর। রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা বকেয়া ডিএ নিয়ে বছর দুই ধরে বারবার স্যাটে মুখ পুড়েছে রাজ্য সরকারের। এর আগে রাজ্য সরকার জানিয়েছিল, মহার্ঘ ভাতা রাজ্যের ইচ্ছের উপর নির্ভরশীল। তবে, রাজ্যের করা রিভিউ পিটিশনের আবেদন বাতিল করে দিয়েছিল স্যাট। তারা স্পষ্ট জনিয়েছিল, কোনওভাবেই রাজ্য কর্মীদের ডিএ আটকে রাখতে পারে না। দ্রুতই এই বকেয়া মিটিয়ে দিতে হবে। ওই নির্দেশিকার পরে রাজ্যের তরফ থেকে ফের আবেদন করা হয়। তারপরেই এদিন ফের কর্মচারিদের স্বার্থে এই রায় দেয় স্যাট। স্যাটের এই রায়ে বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার হাইকোর্ট কিংবা সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার কথা বিবেচনা করছে। কিন্তু স্যাটে একাধিকবার আবেদনের পরেও রাজ্য সরকারের যে ভাবে মুখ পুড়ল ওয়াকিবহাল মহলের মতে, তা অনভিপ্রেত। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই নিয়ে এখনও সরকারিভাবে মন্তব্য করা হয়নি। বলা হয়েছে, রায়ের কপি হাতে পেয়ে সবদিক খতিয়ে দেখে তারপরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ঝাড়গ্রামে গাছ কাটা বন্ধ রাখার অন্তর্বর্তী আদেশ কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : একটি জনস্বার্থ মামলায় ঝাড়গ্রাম প্রশাসনকে গাছ কাটা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মহামান্য প্রধান বিচারপতি রাধাকৃষ্ণান ও বিচারপতি বন্দোপাধ্যায়ের বেঞ্চ এক অন্তর্বর্তী আদেশে বুধবার এই নির্দেশ দেন। প্রশাসনকে প্রকল্প সম্পর্কে সমস্ত তথ্য জানিয়ে হলফনামা দাখিল করার নির্দেশও তাঁরা দিয়েছেন। মামলাটি দায়ের করেছিল স্বরাজ ইন্ডিয়া। স্বরাজ ইন্ডিয়া-র এক বিবৃতিতে জানানো হয়, উন্নয়নের নামে নির্বিচারে গাছ কাটা ও পরিবেশ ধ্বংস বন্ধ করতে লড়াইয়ে নেমেছে তারা। সম্প্রতি সুত্রের মাধ্যমে খবর আসে উন্নয়নের নামে ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন নির্বিচারে সবুজ ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেলপাহাড়ী—বাঁশপাহাড়ী রোডে প্রাচীন গাছ সহ প্রায় ১৭৪টি গাছ কাটার সিদ্ধান্ত নেয় জেলা প্রশাসন। স্বরাজ ইন্ডিয়ার ঝাড়গ্রাম জেলা শাখা স্থানীয় জনমত সংগ্রহ করে এই তুঘলকী অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন নেমে পড়ে। সংগঠনের তরফে জেলাশাসক আয়েশা রানীর কাছে বারংবার চিঠি লিখে জানতে চাওয়া হয়: (১) কোন প্রকল্পের জন্য গাছ কাটার প্রয়োজন? (২) কোন লাইন বিভাগ প্রকল্পটি সম্পাদন করেছে যার জন্য গাছ কাটা হবে? (৩) কোন লাইন বিভাগ গাছ কাটার কাজ করবে অথবা গাছ কাটার কাজের জন্য চুক্তি করবে? (৪) কোন প্রজাতির / ধরনের গাছ কাটা হবে? (৫) যে গাছ কাটা হবে তাদের গড় বয়স, ঘের এবং উচ্চতা কত? (৬) গাছ কাটার জন্য বন/পরিবেশ বিভাগ/দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়া হয়েছে কিনা? (৭) গাছ না কেটে কোন বিকল্প পথে প্রকল্পটি কার্যকর করার সুযোগ আছে কিনা? (৮) প্রকল্পটির পরিবেশগত মূল্যায়ন করা হয়েছে কিনা? (৯) ক্ষতিপূরণমূলক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর পরিকল্পনা করা হয়েছে কিনা? এবং সাথে দাবি জানানো হয় (১) প্রকল্প সম্বন্ধীয় সব তথ্য জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করতে হবে (২) অবিলম্বে জনশুনানী করে স্থানীয় মানুষের মতামত ও পরামর্শ নিতে হবে।

শিক্ষাবর্ষ শুরু নিয়ে উপাচার্যদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স): শিক্ষাবর্ষ শুরু নিয়ে উপাচার্যদের মতামতকে প্রাধান্য দিতে চাইছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বুধবার এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। গতকাল কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ইউজিসির নতুন গাইডলাইন নিয়ে ইতিমধ্যেই উপাচার্য সহ-উপাচার্য দের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান, 'ইউজিসির শিক্ষাবর্ষ শুরু নিয়ে গাইডলাইন দেখেছি। উপাচার্যদের মতামত চাওয়া হবে। উপাচার্যদের মতামত শুনেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত আমরা নেব।'

প্রসঙ্গত, ইউজিসি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ১৮ অক্টোবরের মধ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চূড়ান্ত বর্ষ পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে অক্টোবরের শেষের দিকে এর ফল প্রকাশিত হয়। এতে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি শিগগিরই শুরু করা যায়। ইউজিসির জুলাই নির্দেশিকাতে, ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। করোনা এবং আমফান পরিস্থিতির জেরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা না নেওয়ার পক্ষে সোওয়াল করেছিল রাজ্য। কিন্তু মঞ্জুরি কমিশনের সুপারিশে সুপ্রিম কোর্টের শিলমোহর পরেতেই নড়েচড়ে বসে কলেজ বিশ্ব বিদ্যালয়গুলি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে স্পষ্ট করে দেওয়া হয় স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা নিতেই হবে। সেইমতো শিক্ষাদপ্তরের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নিজেদের পরীক্ষাসূচি স্থির করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়ার পক্ষে মত দেয়। যাবতীয় পরিকল্পনা স্থির করে ইউজিসিতে তা পাঠানো হয় রাজ্যের তরফে। মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হস্তক্ষেপও চেয়েছিলেন। পরে আগস্টে সুপ্রিম কোর্ট ইউজিসির এই নির্দেশকে সমর্থন করে যে, চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা না লিখে শিক্ষার্থীদের পদোন্নতি দেওয়া যাবে না। তবে আদালত ৩০ সেপ্টেম্বরের সময়সীমা অতিক্রম করে পরীক্ষা স্থগিত করার জন্য রাজ্যগুলিকে স্বাধীনতা দিয়েছে। এরপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইউজিসির কাছে অক্টোবরে নতুন তারিখ নিয়ে যোগাযোগ করে। হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী

মোদী- বিরোধী লড়াই তীব্রতর করার আর্জি অভিষেকের

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে লড়াই তীব্রতর করার কথা জানালেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার অভিষকবাবু টুইটে লিখেছেন, "নরেন্দ্র মোদীর রাজত্ব দেশে একটা ছেলেখেলা করছে! তাদের সময়কালে দেশে কত কৃষক মারা গিয়েছে, তার তথ্য সঙ্কলনে তারা ব্যর্থ হয়েছে। ওদিকে, সংসদের সব বিধির কণ্ঠরোধ করে কৃষক-বান্ধব আইনের রূপায়ণের দাবি করছে। আমরা চুপ করে বসে থাকব না। লড়াইটা যতদূর নিয়ে যাওয়া সম্ভব, নিয়ে যাব।

শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর, কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি সূর্যকান্ত মিশ্রর

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সংসদে শাসক দলের কার্যকলাপের সমালোচনা করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র।

সূর্যবাবু টুইটে লিখেছেন, "এই প্রথম সরকার রাজ্য সভায় ভোটাভুটি হলে হলে হেরে যাবার ভয়ে ভোট না করে একের পর এক কালা কানুন পাশ করিয়ে নিলো। মোদী সরকারের পক্ষে থাকা দলগুলি একে একে বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হচ্ছে। সংখ্যা কমাতে বিরোধী দলের সাংসদদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। সরকার ভয় পেয়েছে। জেনে রেখো- শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর! এগুলো হিন্দু রাষ্ট্রে হিন্দুদের জন্যও অত্যাবশ্যক নয়! গরীব মরবে? এতো লোক কি করবে! সংসদ অধিবেশন? নিষ্প্রয়োজন! বিরোধী সাংসদরাও মানে বেদ ? সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই প্রবেশ নিষেধ! ভারতের সংবিধান? পায়ে মাড়িয়ে যান! রাজ্য সরকার? আর নেই দরকার! কোনটা দরকার? সংঘ পরিবার!"

কামান

● প্রথম পাতার পর

১৩০০০ অশিক্ষক পদ সৃষ্টি করেছিল চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়োগের জন্য। কিন্তু সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর ওই পদগুলি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, সুপ্রিমকোর্ট অশিক্ষক পদে নিয়োগে কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। বরং, বয়সে ছাড় দিয়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের বাড়তি সুযোগ করেছে।

বাদলবাবুর মতে, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তনে ১০৩২৩ শিক্ষকরা অন্যতম কাণ্ডারি ছিলেন। এখন তাঁরাই আবারও সরকার পরিবর্তনে কাণ্ডারি হবেন। এদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিও আন্দোলনস্থলে গিয়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রথমে বামফ্রন্ট সরকার এবং এখন বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সাথে প্রতারণা করছে। তাঁদের চাকরি নিশ্চিত করতেই হবে।

এদিকে, আজকের আন্দোলনে বিস্ময়ের ব্যাপার হল, জনজাতি অংশের চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা চাকরির বন্দোবস্ত না হলে অন্য পথ বেছে নিতে বাধ্য হবেন এবং তার জন্য বিজেপি সরকার দায়ী থাকবে বলে সতর্ক করেছেন। জনৈক শিক্ষক বলেন, চাকরি না পেলে জনজাতি অংশের চাকরিচ্যুতরা উগ্রপন্থার পথ বেছে নিতে পারেন। কারণ, জীবন-জীবিকার প্রশ্নে আমাদের কাছে অন্য কোনও পথ খোলা থাকবে না। অন্যদিকে আজ চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের এক প্রতিনিধি দল শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথের আলোচনা করতে গিয়েছেন। দীর্ঘ সময় ধরে তাঁরা আলোচনা করছেন।

গৃহবধূর

● প্রথম পাতার পর

রাতেই জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। মহিলা অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘিলাতলী এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে পারিবারিক কলহের জেরে এই ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গেছে দীর্ঘদিন ধরেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি চলছিল।এরই জেরে মহিলা অগ্নিদগ্ধ হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।এ ব্যাপারে কল্যাণপুর থানার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে মহিলা নিজেই গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে বিস্তারিত তদন্তের পর এ বিষয়ে তথ্য জানা যাবে।

নয়জন

● প্রথম পাতার পর

ছেলের নিখোঁজ ডায়রি করেন। তাতে উল্লেখ করেন ইচাইলালছাড়া তিন নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তাজ উদ্দিন বাড়ি থেকে তার ছেলে জুয়েল আহমেদকে ডেকে নিয়ে যায়। থানার পুলিশ যাতে তদন্ত করে এবং তার ছেলেকে ফিরিয়ে দেয় তার কাছে।

অপরদিকে ইচাইলালছড়ার তিন নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তাজউদ্দীন কদমতলা থানায় একটি চুরির মামলা করেন ফুলবাড়ী এলাকার বাসিন্দা তাহিম উদ্দীন,আসুক উদ্দীন, আকতার আলীর বিরুদ্ধে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান সম্ভবত এই দুই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু"পক্ষের মধ্যে মারামারি সংঘটিত হয়েছে। গোঠা এলাকায় পরিস্থিতি অন্য রূপ ধারণ করে রয়েছে। তবে পুলিশ সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করে দেখছে।

মহিলার

● প্রথম পাতার পর

রয়েছেন। কিন্তু রঞ্জিতবাবুর ছেলে অর্থাৎ পরিবারের একমাত্র উপার্জক করোনা আক্রান্ত হওয়ায় এই সপ্তাহে এনারা ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন না এই বিষয়টি ফাইন্যান্স কর্মকর্তাদের জানান।অভিযোগ গত ২১ তারিখ অর্থাৎ সোমবার ভিলেজ ডুয়েল গ্রুপের ম্যানেজার বাড়ি গিয়ে রঞ্জিতবাবু এবং ওনার স্ত্রীকে অভদ্র ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং কিস্তি পরিশোধ করতে চাপ সৃষ্টি করেন।

যার ফলে মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে রাতেই তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।পরে এলাকাবাসীদের সাহায্যে উনাকে সাবরুম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক উনার শারীরিক অবস্থা বেগতিক দেখে গোমতী জেলা হাসপাতালে রেফার করে দেয়।বর্তমানে তিনি গোমতী জেলা হাসপাতালের আইসিইউতে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

করোনা

● প্রথম পাতার পর

ছিলেন। তাঁর মৃত্যু আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।" শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। তিনি বলেছেন, "সুরেশ অঙ্গাদি এক জন ব্যতিক্রমী কার্যকর্তা ছিলেন। কর্নাটকে বিজেপির শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলতে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। তিনি এক জন নিষ্ঠাবান সাংসদ এবং দক্ষ মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর মৃত্যু আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।"

উপমুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বর্গাচাষীদেরও সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রী তিনজন কৃষকের হাতে পাওয়ারটিলার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি। সভাপতিত্ব করেন চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতির ক'ষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাজেশ দাস।

প্রশাসন

● প্রথম পাতার পর

হয়েছেন। করোণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা এমনিতেই তলানিতে এসে ঠেকেছে। এরই মধ্যে অতিরিক্ত মূল্য আদায় করার ফলে সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়েছেন।উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় মহকুমা প্রশাসন বুধবার বাজারে হানাদারি চালালেও প্রকৃত সমস্যাকে সমাধান হবে তা নিয়ে জনগণ সন্দেহে রয়েছেন।মাত্র একদিন অভিযান চালিয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা কোনভাবেই সম্ভব হবে না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।শুধু মহারাজগঞ্জ বাজারে নয় রাজ্যের অন্যান্য বাজারগুলিতে প্রশাসনের তরফ থেকে এ ধরনের হানাদারি চালানোর দাবি উঠেছে। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আলো পেঁয়াজের দাম ৫০ টাকায় পৌঁছেছে। অবিলম্বে প্রশাসন এসব বিষয়ে কঠোর মনোভাব গ্রহণ না করলে পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করতে পারে।

পাহাড়

● প্রথম পাতার পর

গা ঢাকা দিয়ে বসে থাকে। বর্তমান সময়ে বিদ্যুৎ অফিসের এরকম পরিস্থিতি থাকলে যেকোনো সময় বিদ্যুৎ অফিসে ভয়াবহ পরিস্থিতি হতে পারে বলে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ধারণা তাই এখন দেখার বিষয় বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ মন্ত্রী তথা রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে কি পদক্ষেপ নেন।সোমবার থেকে বুধবার বিকাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ পরিসেবা অস্বাভাবিক ছিলো।প্রচুর সংখ্যক গ্রাহকরা বুধবার সকালে বিদ্যুৎ অফিসের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ দেখান।পরে বিশালগড় থানা থেকে পুলিশ এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

সংসদে

● প্রথম পাতার পর

ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চেয়ারম্যান জানিয়েছেন এবারের অধিবেশনে ২৫ টি বিল পাশ হয়েছে। এছাড়াও আরও ছয়টি বিল পেশ করা হয়েছে। বাদল অধিবেশনে আলোচনা করার জন্য নির্ধারিত সময়ে ছিল ৩৮.৩০ ঘন্টা। নির্ধারিত সেই সময় থেকে বেশি কাজ হয়েছে।সব মিলিয়ে রাজ্যসভায় আলোচনা হয়েছে ৩৮. ৪১ ঘন্টা।মনে করা হচ্ছিল অধিবেশনে আঠারোটি বৈঠক হবে। সেখানে বৈঠক হয়েছে মাত্র দশটি।রাজ্যসভার ইতিহাস এই প্রথমবার শনি ও রবিবার অধিবেশন বসেছে।কৃষি বিল পেশের সময় বিরোধী দলের সাংসদরা যে আচরণ করেছে তা আগামী দিনে যাতে না হয় সেই দিকে ইঙ্গিত করেছেন চেয়ারম্যান।

উল্লেখ করা যেতে পারে সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় বাদল অধিবেশন ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে পয়লা অক্টোবর পর্যন্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা মহামারীর বাড়বাড়ন্তর কারণে এবং একাধিক সাংসদ করোনা সংক্রামিত হওয়ার ফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়ার ঘোষণা করেন চেয়ারম্যান।

বিদায়ী সাংসদদের সম্বর্ধনা রাজ্যসভায়

আটের পাতার পর

চেয়ারম্যান তাদের পুনর্নির্বাচিত হয়ে আসার আশা প্রকাশ করেছেন। বিদায়ী সাংসদদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে চেয়ারম্যান জানিয়েছেন যে, আগামী দিনেও তারা যেন উৎসাহের সঙ্গে দেশ এবং সমাজের সেবা করে যান। নভেম্বরে যেসব সাংসদদের কার্যকালের মেয়াদ সমাপ্ত হচ্ছে তাদের মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ রাজ বব্বর, পি এল পুনিয়া। সমাজবাদী পার্টির রামগোপাল যাদব, রবি প্রকাশ বর্মা, ছত্রপাল সিং, জাভেদ আলি। বহুজন সমাজ পার্টির বীর সিং। বিজেপির নীরজ শেখার এবং হরদীপ সিং পুরী।

ধোনিকে ধুয়ে দিলেন গম্ভীর

দুইশর ওপরে রান তাড়া করার চ্যালেঞ্জ, সেখানে মহেন্দ্র সিং ধোনির মতো একজন অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান নামলেন কিনা সাত নম্বরে! কিছুতেই মানতে পারছেন না গৌতম গম্ভীর। এমন 'অযৌক্তিক' সিদ্ধান্তের জন্য চেন্নাই সুপার কিংস অধিনায়কের কড়া সমালোচনা করেছেন ভারতের সাবেক এই ওপেনার। তার মতে, সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া উচিত ছিল ধোনির।শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার আইপিএলের ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে ২১৬ রান তাড়ার ম্যাচটি ১৬ রানে হেরে যায় চেন্নাই। ইনিংসে ১৪তম ওভারে সাত নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে নামা ধোনি ১৭ বলে ২৯ রানের ইনিংস খেলে অপরাজিত ছিলেন। শুরুতে ধুঁকলেও শেষ দিকে ঝড়ের আভাস দেন ডানহাতি এই ব্যাটসম্যান। অবশ্য তার হাত খোলার আগেই ম্যাচ প্রায় ছিটকে গিয়েছিল। শেষ ওভারে তাদের দরকার ছিল ৩৮ রান। তাই টানা তিন ছক্কা হাঁকালেও কোনো লাভ হয়নি।ব্যাটিং অর্ডারে এত নিচে নামায় ম্যাচ শেষে ইএসপিএনক্রিকইনফোর একটি আয়োজনে ধোনির কড়া সমালোচনা করেন গম্ভীর। বিশাল রান তাড়ার ম্যাচে এমন সিদ্ধান্তের কারণও খুঁজে পাচ্ছেন না দুইবার আইপিএল শিরোপা জেতা সাবেক এই অধিনায়ক।''সত্যি কথা বলতে, আমি কিছুটা অবাক হয়েছি। এমএস ধোনি ৭ নম্বরে ব্যাটিং করছে? রুতুরাজ ও স্যাম কারানকে তার আগে পাঠানো হয়েছে। এর কোনো যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছি না। অধিনায়কের সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। কিন্তু সে যা করেছে, সেটাকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া বলে না। যখন ২১৩ (২১৭) রান তাড়া করছে দল, তখন সে নামছে ৭ নম্বরে? ম্যাচ তো আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত ফাফ ছিল নিঃসঙ্গ যোদ্ধা।''অন্য কেউ এমন সিদ্ধান্ত নিলে মানুষের রোষানলে পড়তে হতো বলে মনে করেন গম্ভীর। তার মতে, ধোনি বলেই এখনও লোকে শান্ত আছে।''যদি এটা অন্য কেউ করত, অন্য কোনো অধিনায়ক (ব্যাটসম্যান) সাতে ব্যাটিং করত, তাকে অনেক সমালোচনা শুনতে হতো। এমএস ধোনি বলেই হয়তো কেউ কিছু বলছে না। সুরেশ রায়নার অনুপস্থিতিতে সে মানুষকে বিশ্বাস করাচ্ছে, তার চেয়ে স্যাম কারান ভালো। রুতুরাজ গাইকোয়াড, কারান, কেদার যাদব, ফাফ দু প্লেসি, মুরালি বিজয়, সবাই তার চেয়ে ভালো।''ম্যাচে নিজের প্রথম বাউন্ডারিটি শেষ ওভারে মেরেছিলেন ধোনি। টম কারানের ওভারে ওই তিন ছক্কা। গম্ভীরের কাছে সেগুলো কেবলই কিছু ব্যক্তিগত রান।''হ্যাঁ, শেষ ওভারে ধোনির ব্যাটিং নিয়ে কথা বলা যায় (যখন সে ৩ ছক্কা মেরেছিল)। কিন্তু সত্যি বলতে এটা কোনো কাজে আসেনি। সবই কেবল ব্যক্তিগত রান।''গম্ভীরের মতে, আরও ওপরে নেমে ৩৭ বলে ৭২ রান করা দু প্লেসির পাশাপাশি দলকে জেতানোর চেষ্টায় শামিল হওয়া উচিত ছিল অধিনায়ক ধোনির। তার ম্যাচ জেতার তাড়না নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ভারতের সাবেক এই ব্যাটসম্যান।''আগে নেমে আউট হয়ে যাওয়ায় কোনো সমস্যা নেই। অন্তত সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া তো শুরু করো, দলকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করো। শেষ ওভারে সে যা করেছে, সম্ভবত এটা যদি ৪ বা ৫ নম্বরে নেমে ফাফের পাশাপাশি করত, তাহলে ম্যাচ বের করে নিতে পারত। সম্ভবত ম্যাচ জেতানোর কোনো অভিপ্রায়ই তার ছিল না।''নিজের ব্যাটিং নিয়ে ভবিষ্যৎ চিন্তায় ধোনি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলেও মন্তব্য করেন গম্ভীর।''আমার মনে হয়, ৬ ওভার পরই তারা হাল ছেড়ে দিয়েছিল। আর ধোনি সম্ভবত শেষ পর্যন্ত ব্যাটিং করে ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছিল। কিছু রান করতে চাইছিল, যেন এমন ইনিংস সামনের ম্যাচগুলোতে খেলতে পারে।''ধোনির নিচে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্তকে অবশ্য সমর্থন করছেন চেন্নাইয়ের প্রধান কোচ স্টিভেন ফ্লেমিং। কারান ও রুতুরাজকে আগে নামানোর কারণও ম্যাচ শেষে ব্যাখ্যা করেন তিনি।''ইনিংসের শেষ দিকের বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান এমএস, সে সবসময়ই তাই ছিল। আমরা যখন পিছিয়ে পড়ছিলাম, কারান চেষ্টা করছিল আমাদের ম্যাচে রাখার। আমরা আগে দেখেছি, তার হিটিং পাওয়ার ভালোআমরা চেয়েছি আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে। লম্বা ব্যাটিং অর্ডার আমাদের, এটাকে স্মার্টলি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি।''

সেমেদোকেও বেচে দিল বার্সা

দল পুনর্গঠনের ঘোষণা দেওয়া বার্সেলোনা এবার বিক্রি করে দিল ডিফেন্ডার নেলসন সেমেদোকে। পর্তুগিজ এই রাইট-ব্যাককে দলে টেনেছে প্রিমিয়ার লিগের দল উলভারহ্যাম্পটন ওয়ানডারার্স।সেমেদোর সঙ্গে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তির বিষয়টি বুধবার এক বিবৃতিতে জানায় উলভারহ্যাম্পাটন। চুক্তির মেয়াদ ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।২৬ বছর বয়সী এই ফুটবলারের ট্রান্সফার ফি তিন কোটি ইউরো। শর্ত সাপেক্ষে এর সঙ্গে আরও এক কোটি ইউরো যোগ হতে পারে বলে জানিয়েছে বার্সেলোনা।২০১৭ সালে সেমেদো বেনফিকা থেকে কাম্প নউয়ে যোগ দিয়ে দলটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলে খেলেছেন ১২২ ম্যাচ। জিতেছেন দুটি লা লিগা, একটি কোপা দেল রে ও একটি স্প্যানিশ সুপার কাপ।নতুন কোচ রোনাল্ড কুমানের পরিকল্পনায় না থাকায় দুই মিডফিল্ডার ইভান রাকিতিচ ও আর্তুরো ভিদালকেও বেচে দিয়েছে বার্সেলোনা। দলের তারকা স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেসের দলবদলের বিষয়টিও অনেকটাই নিশ্চিত।

মাঠে দর্শক ফেরানোর পরিকল্পনা ব্রাজিলের

এবার ফুটবল মাঠে দর্শক ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছে ব্রাজিল। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যে দেশটির সরকার কারণে গত মার্চ থেকে ব্রাজিলেও ফুটবল বন্ধ ছিল। পরে খেলা শুরু হলেও মাঠে দর্শকের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। ব্রাজিল ফুটবল মাঠে দর্শক ফেরানোর ব্যাপারে ভেটো দেবে তারা।এখনও দেশটিতে প্রতিদিন শত শত মানুষ কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়ে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে।কোপা লিবের্তাদোরেসে মঙ্গলবার একুয়েডরে ম্যাচ ছিল ব্রাজিলের চ্যাম্পিয়ন ফ্লামেঙ্গোর। কিন্তু ম্যাচের

স্টেডিয়ামে 'অল্প সংখ্যক' দর্শকের প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে।মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মাঠে ধারণক্ষমতার ৩০ শতাংশ পর্যন্ত দর্শক প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার কথা জানায়। পরিস্থিতির বিবেচনায় পরবর্তীতে এই সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে বলেও জানিয়েছে তারা।করোনাভাইরাস মহামারীর কনফেডারেশন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে সমর্থকদের মাঠে প্রবেশের সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করার পর এই সিদ্ধান্ত এলো। এ সিদ্ধান্তের ফলে মারাকানা স্টেডিয়ামে ২৫ হাজার দর্শক খেলা দেখতে পারবেন।ব্রাজিলের গণমাধ্যম জানিয়েছে, নির্দিষ্ট শহরগুলো এই সিদ্ধান্ত নাও মানতে পারে। এরই মধ্যে বেলো হরিজন্তে জানিয়েছে, প্রাণ হারাচ্ছেন। প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে বিশ্বের মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি ব্রাজিল।ব্রাজিলের জনবহুল দুটি প্রদেশ রিও দি জেনেইরোতে গত জুনে ও সাও পাওলোতে গত জুলাইয়ে পেশাদার ফুটবল ফিরে। কিন্তু ক্লাবগুলো তাদের খেলোয়াড়দের করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে আগে তাদের সাত জন খেলোয়াড় এবং দুজন স্টাফের কোভিড-১৯ পরীক্ষার ফল পজিটিভ আসে। আরও কয়েকটি দলও এই সমস্যায় পড়েছিল।ব্রাজিলে এরই মধ্যে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এক লাখ ৩৬ হাজারেরও বেশি লোক প্রাণ হারিয়েছে। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মৃতের সংখ্যার দিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পরেই আছে ব্রাজিল।

উয়েফা বর্ষসেরার লড়াইয়ে নয়ার লেভানদোভস্কি ও ডে ব্রুইনে

উয়েফা বর্ষসেরা পুরুষ ফুটবলারের তিন জনের সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা পেয়েছেন বায়ার্ন মিউনিখের মানুয়েল নয়ার ও রবের্ত লেভানদোভস্কি এবং ম্যানচেস্টার সিটির কেভিন ডে ব্রুইনে।

বর্ষসেরার সংক্ষিপ্ত এই তালিকা বুধবার প্রকাশ করে ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্তা সংস্থা উয়েফা।বর্ষসেরা নির্বাচনে সমান ৫৩ ভোট পেয়ে যৌথভাবে তালিকার চারে লিওনেল মেসি ও নেইমার। ২৫ ভোট নিয়ে দশে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো।বায়ার্নের ষষ্ঠ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ে অগ্রণী ভূমিকা ছিল লেভানদোভস্কির। আসরে সর্বোচ্চ ১৫টি গোল করেন তিনি। ট্রেবলজয়ী বায়ার্নের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলে গত মৌসুমে ৪৭ ম্যাচে ৫৫ গোল করেন এই পোলিশ স্ট্রাইকার।বায়ার্নের অসাধারণ সাফল্যে অভিজ্ঞ জার্মান গোলরক্ষক নয়ারের অবদানও কোনো অংশে কম নয়। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ছয় ম্যাচে জাল অক্ষত রাখেন তিনি। পুরো মৌসুমে মাত্র এক ম্যাচে ছিলেন দলের বাইরে।ব্যক্তিগতভাবে দারুণ মৌসুম কাটান ডে ব্রুইনে। প্রিমিয়ার লিগে স্পর্শ করেন এক মৌসুমে ২০ অ্যাসিস্টের রেকর্ড। পাশাপাশি করেন ১৩ গোল।বর্ষসেরা নারী ফুটবলার ও কোচের সংক্ষিপ্ত তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে।নারী ফুটবলারের সংক্ষিপ্ত তালিকায় আছেন ম্যানচেস্টার সিটির ফুল-ব্যাক লুসি ব্রোঞ্জ, চেলসি স্ট্রাইকার পের্নিলে হাডা ও অলিম্পিক লিওঁর ডিফেন্ডার ওয়েন্দি হোনা।বর্ষসেরা কোচের সংক্ষিপ্ত তালিকার তিন জনই জার্মান-বায়ার্নের হান্স ফ্লিক, তিন দশক পর লিভারপুলের লিগ শিরোপা জয়ের কারিগর ইয়ুর্গেন ক্লপ ও লাইপজিগের ইউলিয়ান নাগেলসমান।আগামী ১ অক্টোবর উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বের ড্র অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে।গত মৌসুমে ইউরোপীয় প্রতিযোগিতার গ্রুপ পর্বে অংশ নেওয়া ৮০ দলের কোচ (চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ৩২ দল ও ইউরোপা লিগের ৪৮ দল) ও ইউরোপিয়ান স্পোর্টস মিডিয়ার নির্ধারিত ৫৫ জন সাংবাদিকের ভোটে এই সংক্ষিপ্ত তালিকা করা হয়েছে।

সুপার কাপে 'বড় ঝুঁকি' নিচ্ছে উয়েফা

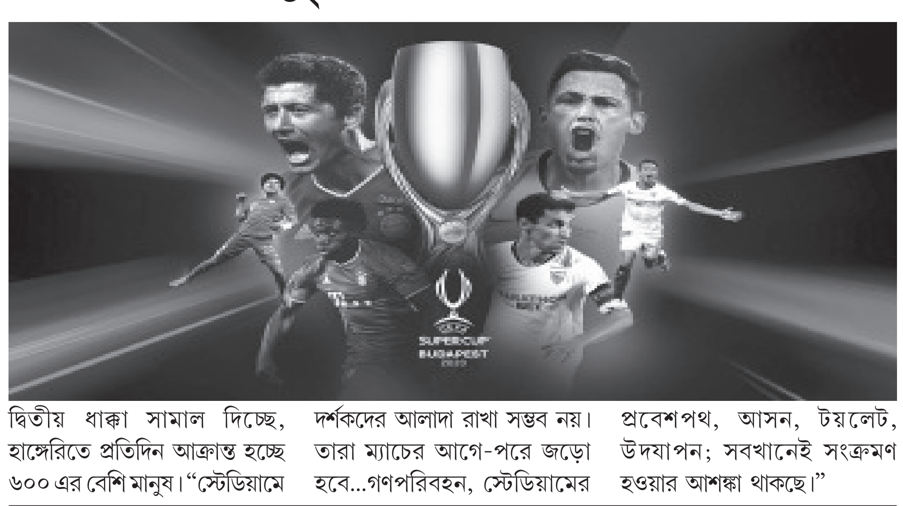

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে উয়েফা সুপার কাপের ম্যাচে ২০ হাজার দর্শককে মাঠে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে উয়েফা। কঠিন এই সময়ে আয়োজকদের এমন সিদ্ধান্ত 'বড় বিপদ' ডেকে আনতে পারে বলে মনে করছেন হাঙ্গেরির এক মহামারী বিশেষজ্ঞ। হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে বৃহস্পতিবার উয়েফা সুপার কাপের লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী বায়ার্ন মিউনিখ ও ইউরোপা লিগ চ্যাম্পিয়ন সেভিয়া।বায়ার্ন ও সেভিয়ার এই ম্যাচে নবনির্মিত পুসকাস অ্যারেনায় গ্যালারির এক তৃতীয়াংশ দর্শকে পূর্ণ থাকবে। সব রকমের সুরক্ষা সতর্কতা অবলম্বন করা হবে বলে জানিয়েছে উয়েফা। তবে হাঙ্গেরিয়ান মেডিকেল চেম্বারের পরামর্শদাতা আন্দ্রাস সিসিলেক মঙ্গলবার রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাতারে বলেছেন, দর্শকের উপস্থিতিতে ম্যাচ আয়োজনে এর চেয়ে 'খারাপ সময়' আর হতে পারে না। কারণ ইউরোপ এখন করোনাভাইরাস মহামারীর দ্বিতীয় ধাক্কা সামাল দিচ্ছে, হাঙ্গেরিতে প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছে ৬০০ এর বেশি মানুষ।''স্টেডিয়ামে দর্শকদের আলাদা রাখা সম্ভব নয়। তারা ম্যাচের আগে-পরে জড়ো হবে...গণপরিবহন, স্টেডিয়ামের প্রবেশপথ, আসন, টয়লেট, উদযাপন; সবখানেই সংক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা থাকছে।''

PNIe-T No-06/EE/KCP/2019-2020, Dated, the, 09-09-2020

The Executive Engineer, PWD(R&B), Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura, invited tender from the eligible bidders upto 15:00 hours on 09-10-2020 for 1(one) No. "Replacement of Bailey Bridge by RCC Bridge on the road from Kanchanpur to Dasda at Ch.3.00 KM sanctioned for implementation under NABARD (RIDF-XXIII), Job No. TP/COM/10/2018-19(4th call)" For details visit https://tiipuratenders.govin for contract at Mobile **No.8974460076** for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

(Er. Ritan Khisa)
Executive Engineer
Kanchanpur Division, PWD(R&B)
Kanchanpur, North Tripura.

ICA-C/1663/20

NOTICE INVITING e-TENDER (3rd Call)

No.F-.1(464)/SA-PNS/Estt./E-Tender/2020-21/ **Dated: 19/09/2020**

The Supdt. of Agriculture, Panisagar Agri. Sub-Division, North Tripura District invites on behalf of the 'Governor of Tripura' an e-tender from bonafied and resourceful transport contractor of Indian nationality !Firms/Agencies conforming VI) eligibility criteria of the tenderer as stipulated in (his tender document up to 12/10/2020 17:30 Hrs. for the fcillowing work.

Sl No.	Name of Work	Tender Value/ Estimated Cost	EMD & Tender fee	Completion period	Bid Submission End Date & Time	Bid Opening Date	Place of Bidding
1	Notice Inviting tender for carrying of Agri inputs in Panisagar Agri Sub-Division for the F/Y 2020-21	Rs. 12,00000/-	EMD : Rs. 12,000/- Tender Fee : Rs. 1,000/-	365 days	12/10/2020 17 : 30 hrs:	13/10/2020 12:00 hrs	https://tripuratenders.gov.in

Eligible bidders shall participate in bidding only in online mode through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing with option for Re-Submission wherein onl their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow ail)/ Bidder to attempt bidding after the scheduled date and time of Bido Submission. **Submission of bids physieally is not permitted.** Please contact sapanisagar@gmail.com

ICA-C/1667/20

(Sabendra Debbarma)
Supdt. of Agriculture,
Panisagar Agri. Sub-Division
Panisagar, North Tripura

বিভিন্ন দাবিতে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে বুধবার আগরতলায় প্রতিবাদ মিছিল। ছবি ঃ নিজস্ব

কাঞ্চনপুরে নিখোঁজ কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরের দস্তার লক্ষ্মীপুর এলাকা থেকে ১৭ বছরের এক কিশোর মঙ্গলবার থেকে নিখোঁজ হয়েছে। নিখোঁজ কিশোরের নাম তাপস শব্দ কর।নিখোঁজ কিশোরের মা-বাবা সহ আত্মীয়-স্বজনরা সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজখবর করে তার কোন সন্ধান পাননি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই তারা কাঞ্চনপুর থানায় এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। কোন সরিদয় ব্যক্তি নিখোঁজ তাপস শব্দ করে হদিশ পেলে কাঞ্চনপুর থানায় যোগাযোগ করার জন্য পরিবারের তরফ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।কাঞ্চনপুরের দশটার লক্ষীপুর থেকে কিশোর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

চিনকে টেক্কা দিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অত্যাধুনিক ড্রোন কিনছে ভারত

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসন রুখতে বদ্ধপরিকর ভারত। হিমালয়ের উঁচু পর্বত শৃঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই দেশের সেনাবাহিনী। কোর কমান্ডার পর্যায়ে একাধিকবার বৈঠক হওয়া সত্ত্বেও বরফ এখনো বলেনি।এরই মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অত্যাধুনিক ৩০ টি জেনারেল এটমিক্স এম কিউ - ৯ এ রিপার ড্রোন কিনতে চলেছে ভারত। এর জন্য খরচ হবে ৩ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ২২ হাজার কোটি টাকা। প্রথম পর্যায় ভারত ছটি ড্রোন পাবে। বাকি চব্বিশটি ড্রোন আগামী তিন বছরের মধ্যে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।প্রথম পর্যায় পাওয়া ছটি ড্রোন তিন বাহিনীর মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত করে দেওয়া হবে।

সম্প্রতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অভ্যন্তরীণ বৈঠকে অত্যাধুনিক এই মিডিয়াম লঙ্গিচিউড লং এন্দুরান্স ড্রোন কেনার রূপরেখা তৈরি হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে চিনের সঙ্গে পূর্ব লাদাখে উত্তেজনার মধ্যে সামরিক দিক দিয়ে বিগত কয়েক মাসের মধ্যে ভারত প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণের পথে হেঁটেছে। তার ফলস্বরূপ এই ড্রোনগুলো কেনা হচ্ছে।

বিদায়ী সাংসদদের সম্বর্ধনা রাজ্যসভায়

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): চলতি বছরের নভেম্বরে যে সকল সাংসদদের কার্যকালের মেয়াদ সমাপ্ত হবে তাদেরকে বুধবার রাজ্যসভায় বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই সম্বর্ধনা আশা প্রকাশ করা হয় যে তারা পুনরায় নির্বাচিত হয়ে রাজ্যসভায় ফিরে আসবেন। বুধবার সকালে রাজ্যসভার অধিবেশনে বসা মাত্রই চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু জানান যে, আগামী নভেম্বর মাসে রাজ্যসভার কয়েকজন সাংসদদের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই সকল সাংসদদের দক্ষতাকে প্রশংসা করে

ছয়ের পাতায় দেখুন

গাঙ্গাইল রোডে দুস্কৃতিদের হামলায় আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। দিন-দুপুরে রাজধানী আগরতলা শহরের গাংগাইল রোডে গান্ধী ঘাট এলাকায় দুষ্কৃতিকারীদের আক্রমণে এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তির নাম অভিজিৎ চক্রবর্তী।আক্রান্ত ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় লোকজন আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি আইজিএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।এ ব্যাপারে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।ঘটনার বিবরণে জানা যায় বুধবার দিন দুপুরে অভিজিৎ চক্রবর্তী নামে ওই ব্যক্তি গাংগাইল রোড দিয়ে যাচ্ছিলেন। গান্ধী ঘাট এলাকায় যেতে তার ওপর আক্রমণ চালায়। দুস্কৃতির আক্রমণে তিনি গুরুতর ভাবে আহত হন।রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়লে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌঁছে দেন। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে পূর্ব বিরোধের জের ধরেই এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।দিন-দুপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে রাজধানী আগরতলা শহরের রাস্তায় এ ধরনের হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জ্ঞানোদয় বুদ্ধ বিহার মন্দির পরিদর্শনে গেলেন কদমতলা ব্লক চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর।। উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন চুরাইবাড়িস্থিত জ্ঞানোদয় বুদ্ধ বিহার মন্দির পরিদর্শনে গেলেন কদমতলা ব্লক চেয়ারম্যান সুব্রত দেব। সাথে ছিলেন কদমতলা মন্ডল সভাপতি রাজা ধর সহ চুড়াইবাড়ি বুদ্ধ মন্দিরের প্রেসিডেন্ট,সেক্রেটারি সহ বুদ্ধ ধর্মালম্বী ভক্তবৃন্দরা। মূলত চুরাইবাড়িসিত জ্ঞানোদয় বুদ্ধ বিহার মন্দিরের উঠানে ৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি মুক্ত মঞ্চ তৈরি করার জন্য আজ পরিদর্শনে যান ব্লক চেয়ারম্যান ও মন্ডল সভাপতি।৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ব্যয়ে ২০ ফুট বাই ১২ ফুট মুক্তমঞ্চের সরজমিনে মেজারমেন্ট করেন কদমতলা ব্লকের ইঞ্জিনিয়ার নির্মল রায়। ব্লক চেয়ারম্যান সুব্রত দেব ও মন্ডল সভাপতি রাজা ধর বলেন যে, খুব শীঘ্রই মুক্ত মঞ্চ তৈরি করে দেওয়া হবে।যাতে করে বৌদ্ধ ধর্মালম্বী ভক্তরা মুক্ত মঞ্চটি ব্যবহার করতে পারেন। মূলত চুড়াইবাড়ি এলাকায় প্রায় ৬০-৭০ টি বুদ্ধ পরিবারকে ঘিরেই জ্ঞানোদয় বুদ্ধমন্দির দীর্ঘ কয়েকযুগ পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ বাম শাসনের সময়কালে সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলিতে কোন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পর বর্তমান শাসনাধীন সরকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প হাতে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান ব্লক চেয়ারম্যান ও মন্ডল সভাপতি।

আনন্দসাগর এডিসি ভিলেজে জমি পাচ্ছেন না প্রকৃত মালিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর।। বাম আমলে সকানসেরমুন ও মন কই গ্রাম থেকে ১১ পরিবার আসেন আনন্দবাজারে তাদেরকে নেতারা অন্যের জায়গায় ঘর বানিয়ে বসিয়ে দে। রাম আমলের মালিক আইনত আশ্রয় নিয়ে সুবিচার পাননি এখন অব্দি।

কাঞ্চনপুর মহকুমার আনন্দসাগর এ ডি ভিলেজে গগন বতি রিয়াং উনার জায়গা ১৯৬২ ইং দাদু মুক্তারাম রিয়াং উনার আমল থেকে দখলীয় জায়গাতে। বাম আমলে আট বছর আগে উগবাদী সমস্যা। কারণ দেখিয়ে সাকান সেরমুন ও মন কই গ্রাম থেকে ১১ পরিবার আনন্দবাজারে এসে আশ্রয় নেন। তাদেরকে কিছু কিছু নেতারা গগন বতি রিয়াং এর জায়গা সিসিআরএফ দাগ নং ১১৯১ , ১১৯২,১১৯৩ খন্ত্রখ ১.৬০ খত্বন্ত্রম্ চার কানির মত বিটিতে ১১ পরিবারকে ঘর বানিয়ে বসিয়ে দেন। মন্দ জয় রিয়াং , লাল নুন সাংগী রিয়াং, লুকতি জয় বিয়াং, গতি রাই রিয়াং,বিনসি রুং রিয়াং, পুইন রুং রিয়াং,হবি রাম রিয়াং,ডেম সাই রিয়াং,বিগিয়ানতি রিয়াং,গরাধর রিয়াং,লেমি রুং রিয়াং, এই ব্যাপারে গগন বতী ছ ঙ্গ জ্ঝ ঞ্চ আদালতে মামলা করেন । ও মহকুমা শাসকের কাছে কমপ্লেইন করেন মামলা হয়। এবং ওই জায়গাতে যারা আছেন ১১ পরিবার কক ত্রিপুরা ও সারাং সাথী মাধ্যমে জানান জায়গার মালিক নেই। গগন বতির বক্তব্য সরকারি রেকর্ডে ঐ জায়গা ওনার নামে দখল। আনন্দ সাগর এডিসি ভিলেজের ৪ নং ওয়ার্ডের ব্রো চৌধুরী মতো সামাজিক বিচার করে গগন বতির পক্ষে সাক্ষী দেন। সূত্রের খবর ওই ১১ পরিবার উনাদের নিজ নিজ গ্রামে পাটার জায়গা আছে বলে জানা যায়। গগন বতী প্রশাসনের কাছ দ্বারস্থ হন যাহাতে আইন অনুসারে সঠিক বিচার পাই।

কৃষি বিল প্রত্যাহারের দাবিতে ২৫ সেপ্টেম্বর ভারত বনধ-এর ডাক বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের

গুয়াহাটি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সংশোধনী কৃষি বিল প্রত্যাহারের দাবিতে অল ইন্ডিয়া কিষাণ সংঘর্ষ কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরের গ্রামীণ ভারত বনধ-এর প্রতি বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও, এআইএসএ, এআইএসবি, এআইএসএফ, পিএসইউ এবং এসএফআই সমর্থন করেছেন। এই সব ছাত্র সংগঠন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ভারত বনধ কর্মসূচি সফল করার আহ্বান জানিয়েছে। উল্লেখ্য, দেশের ২৫০টি কৃষক সংগঠনের যৌথ মঞ্চ "অল ইন্ডিয়া কিষাণ সংঘর্ষ কো-অর্ডিনেশন কমিটি" কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের চূড়ান্ত কৃষক বিরোধী তিনটি কৃষি বিল যথাক্রমে "দ্যা ফার্মার্স প্রডিউস ট্রেড কমার্স (প্রোমোশন অ্যান্ড ফেসিলিটেশন) বিল ২০২০, দ্যা ফার্মার্স (এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড প্রোটেকশন) অ্যাগ্রিমেন্ট অব প্রাইস অ্যাসিওরেন্স অ্যান্ড ফার্ম সার্ভিসেস বিল ২০২০ এবং দ্যা এসেনশিয়াল কমোডিটিস (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০২০-কে আইনে পরিণত করার প্রতিবাদে গ্রামীণ ভারত বনধ-এর আহ্বান জানিয়েছে। বনধ আহ্বানকারীদের বক্তব্য, শাসকশ্রেণির সাঁড়াশি আক্রমণে জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র যথাক্রমে ছাত্র, যুব, মহিলা, কৃষক, শ্রমিক, কর্মচারীরা আজ দিশেহারা। মারাত্মক এই পরিস্থিতিতে জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা সময়ের আহ্বান বলে দাবি করা হয়েছে।

বামপন্থী ছাত্র সংগঠন যথাক্রমে এআইডিএসও, এআইএসএ, এআইএসবি, এআইএসএফ, পিএসইউ, এসএফআই-এর সর্বভারতীয় কমিটির পক্ষ থেকে কৃষক সংগঠনের যৌথ মঞ্চ এআইকেএসসিসি আহূত "গ্রামীণ বনধ" সফল করে সরকারকে বিলগুলো প্রত্যাহার করতে বাধ্য করতে, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী এবং দেশের নাগরিকদের এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছে। অসমেও এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক হেমন্ত পেগু, এসএফআই-এর সভাপতি কাশ্যপ চৌধুরী, এআইএসএফ-এর সভাপতি মানস বরা এবং এআইএসএ-র সভাপতি সুব্রত তালুকদার এই কর্মসূচিকে অসমে সফল করে তুলতে সবাইকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। সংগঠনের পক্ষে পল্লব ভট্টাচার্য ও হিল্লল ভট্টাচার্য এই খবর জানিয়েছেন।

তেলিয়ামুড়ায় বাইক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার কড়ই লং এলাকায় গতকাল রাতে এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। রাতে এলাকার আশীষ দেবনাথ এর বাড়িতে ঢুকে একটি বাইক চুরি করে নিয়ে গেছে চোরেরা।পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন গতকাল রাত বারোটা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া শেষে তারা সবাই ঘুমিয়ে পড়েন। ভোররাতে আশীর্বাদ স্ত্রী ঘর থেকে বের হয়ে দেখেন বারান্দার গেটের গ্রিল ভাঙ্গা।

ঘরের বারান্দাতেই রাখা ছিল বাইকটি। গ্রিল ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। এ ব্যাপারে আশীষ দেবনাথ তেলিয়ামুড়া থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ বাড়িতে গিয়ে ঘটনা তদন্ত করে। তবে এখনো পর্যন্ত চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার কিংবা চোরদের নাটকের কোন খবর নেই। চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

স্কুটি চোর আটক ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের নোয়াপাড়া স্কুল সংলগ্ন এলাকায় স্কুটি চুরি করে বিক্রি করতে এসে আটক হল এক যুবক। আটক যুবকের নাম রাহুল দাস।ধর্মনগরের হাফলং এলাকা থেকে স্কুটি টি চুরি করে এনে ধর্মনগরের নোয়াপাড়া স্কুল সংলগ্ন এলাকায় বিক্রি করার চেষ্টা করেছিল রাহুল দাস নামে ওই যুবক। স্থানীয় লোকজনের সন্দেহ হওয়ায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। সে স্কুটি টির কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারিনি।সে যে স্কুটি টি চুরি করে এনে বিক্রি করার চেষ্টা করেছিল তা স্থানীয় জনগণের বোধগম্য হয়।তখন ওই এলাকার লোকজন তাকে আটক করে গণধোলাই দেন। গণধোলাইয়ে রাহুল দাস নামে ওই যুবক গুরুতর জখম হয়েছে। তাকে ধর্মনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গাছ কাটতে গিয়ে আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। নিজ বাড়িতে গাছ কাটতে গিয়ে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন এক ব্যক্তি। আহতের নাম নিখিল নমো।আহত ব্যক্তিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে কদমতলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে কদমতলা থানা এলাকার তারকপুর গ্রামে।ঘটনার বিবরণে জানা যায় তার ওপর এলাকার বাসিন্দা নিখিল নিজের প্রয়োজনে বাড়ির একটি গাছ কাটতে যান। গাছটি কাটলে সেটি তার ওপরে এসে পড়ে। গাছের চাপায় নিখিল গুরুতরভাবে আহত হন। স্থানীয় লোকজনরা আহতকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

খোয়াইয়ে দুস্কৃতিদের হামলায় গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। খোয়াই থানা এলাকার পশ্চিম সোনাতলার অজগর টিলায় দুষ্কৃতীদের হামলায় এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহতের নাম জীবন দেব।মঙ্গলবার রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ তার বাড়িতে ঢুকে দুস্কৃতিকারীরা তাকে লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করে। তাতে তার মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। শরীরের অন্যান্য স্থানেও আঘাত করে দুষ্কৃতিকারীরা। দুষ্কৃতিকারীদের হামলায় জীবন দেব গুরুতরভাবে আহত।পরিবারের লোকজনদের চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে আহত জীবন থেকে উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় খোয়াই জেলা হাসপাতাল থেকে তাকে রাতেই জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই এই হামলার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ। আক্রান্ত জীবন দেব বিজেপির সমর্থক বলে জানা গিয়েছে।তিনজন অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করে খোয়াই থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তরা হলো বিশ্বজিৎ নন্দী, বিপ্লব নন্দী এবং পিনকু দেব। তারা একই এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্তরা সিপিআইএমের সমর্থক বলে স্থানীয় সূত্রের। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি উঠেছে। খোয়াই থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। রাজনৈতিক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় পুলিশি টহল বাড়ানো হয়েছে। এ হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বিজেপি।

ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় আহত বাইক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর কদমতলা থানা এলাকার খাদিমপাড়ায় ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় বাইক চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। আহত বাইক চালক এর নাম প্রণব দেবনাথ। তার বাড়ি গোবিন্দপুর।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে আহত বাইক চালক প্রণব দেবনাথ কে উদ্ধার করে কদমতলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে সে চিকিৎসাধীন।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন একটি ট্যাংকার দ্রুতবেগে এসে বাইক কে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হয় বাইকের চালক প্রণব দেবনাথ। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন এগিয়ে যান। খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে প্রেমতলা দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়।এ ব্যাপারে কদমতলা থানার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে অভিযুক্ত ট্রাকটিকে আটক করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

শারদোৎসব উপলক্ষে শান্তিরবাজার কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৩ সেপ্টেম্বর।। শান্তিরবাজার কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনাসভা। আসন্ন দুর্গাপূজায় এবং করোনা মহামারির মধ্যে বিভিন্ন সতর্কতা অবলম্বন করে যানচলারজন্য ভারতীয় মজদুর সংঘ ও প্রসাশনিক স্তরের লোকজনদের মধ্যে এক আলোচনাসভার আয়োজন করাহয়। সভার মধ্যদিয়ে যান চালক ও পুলিশের মধ্যে সমন্বয় বজায় রেখে চলার বিশেষ আহব্বান জানানোহয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতেগিয়ে বক্তারা যান চালকের উদ্দেশ্য করে বলেন যাতেকরে সব যানচালক ট্রাফিক আইন মেনে চলেন। অপরদিকে যান চালকরা যাতেকরে মদমত্ত অবস্থায় গাড়ী না চালান তারজন্যও বিশেষ আহব্বান করাহয়। এই মহামারির সময় সকল যান চালকদের মাস্ক ও হেন্ডসেনিটাইজার ব্যাবহারেরজন্য বিশেষ আহব্বান করাহয়। অপরদিকে আসন্ন দূর্গাপূজায় অতিরুক্ত যাত্রী পরিবহনথেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়াহয় প্রসাশনের পক্ষথেকে। আজকের এই আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন ৩৬ শান্তির বাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বগাফা ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন ডেপুটিস্পীকার গৌরি শঙ্কর রিয়াং, শান্তির বাজার পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ দাস, শান্তিরবাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী, ভারতীয় মজদুর সংঘের দক্ষিন জেলার জেনারেল সেক্রেটারী রাজীব চক্রবর্তী, দক্ষিন জেলার অটোরিক্সা সংঘের জেনারেল সেক্রেটারী অপু মজুমদার, বাস জীপ চালক সংঘের মহকুমার প্রেসিডেন্ট সঞ্জীত দেবনাথ সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। আজকের এই আলোচনাসভায় শান্তির বাজারের যান চালকরা স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহন করে।

ভিওয়ান্ডিতে বহুতল ভেঙে মৃত বেড়ে ৩৫, খোঁজ নেই অনেকেরই

থানে (মহারাষ্ট্র), ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের থানে জেলার ভিওয়ান্ডি শহরে তিন-তলা বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৫। গত সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) ভোররাতে ভিওয়ান্ডি শহরের প্যাটেল কম্পাউন্ড এলাকায় অবস্থিত একটি তিন-তলা বহুতল ভেঙে পড়ে। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত বহুতলের নীচ থেকে ২৯ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল, বুধবার সকাল পর্যন্ত উদ্ধার করা হয় আরও ছ'টি দেহ।

বুধবার সকালে থানে পৌর নিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভিওয়ান্ডিতে বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩৫ জনের। এখনও খোঁজ নেই অনেকেরই। তাই মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গত সোমবার ভোররাতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে তিন-তলা ওই বহুতলটি। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র কর্মীরা নিরন্তর পরিশ্রমের পর অনেককেই জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেছেন। তবে, ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৩৫ জন। এখনও অনেকেই ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে গোলাঘাটি পার্ক সোসাইটির হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। গোলাঘাটি পার্কটিকে দেখাশোনার জন্য একটি সোসাইটির হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সম্পতি মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ পর্যটন এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা জম্পইজলা ব্লকের দয়ারামপাড়া এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত ভক্তঠাকুর পাড়ায় গোলাঘাটি পার্কটির উদ্বোধন হয়েছিল ২০১৭-এর ১০ অক্টোবর। তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই পার্কটি দেখাশোনার জন্য দপ্তরের পর্যাপ্ত কর্মী না থাকায় দপ্তর "সোসাইটি ফর ম্যানেজমেন্ট অব গোলাঘাটি পার্ক" নামে এক সোসাইটি গঠনের প্রস্তাব দেয়। তাছাড়া এই প্রকল্পের নাম "গোলাঘাটি র‌ুর‌্যাল ট্যুরিজম প্রজেক্ট" থেকে পরিবর্তন করে "সোসাইটি ফর ম্যানেজমেন্ট অব গোলাঘাটি ক'ষক সম্মান পার্ক" করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রস্তাব অনুযায়ী সোসাইটির চেয়ারম্যান হবেন জম্পইজলা বিএসি'র চেয়ারম্যান। ২১ সদস্যের এই সোসাইটির ১৭ জন সদস্য হবেন সরকারি আধিকারিক এবং বাকি ৪ জন বেসরকারি সদস্য থাকবেন। গোলাঘাটি পার্কের সৌন্দার্যায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পর্যটকদের কাছে আকর্ষনীয় করে তোলার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, পার্ক-এর দৈনন্দিন খরচের জন্য সোসাইটি দর্শনার্থীদের জন্য ন্যূনতম প্রবেশমূল্য ধার্য্য করবে।

মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ভার্চুয়াল বক্তৃতা, ভজন, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দুই বছর ব্যাপী মরণ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে আগামী ২রা অক্টোবর। এই উপলক্ষে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী ভার্চুয়াল বক্ত'তা প্রতিযোগিতা, ভার্চুয়াল একক ভজন প্রতিযোগিতা এবং অনলাইন ক্যুইজ ও ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়েছে। ভার্চুয়াল বক্ত'তা প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে দু'টি বিভাগে। মহাবিদ্যালয় স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভার্চুয়াল বক্ত'তা প্রতিযোগিতার বিষয় হলো 'গান্ধীজির ভাবনায় স্বচ্ছ ভারত'। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫.৩০ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী এ বিষয়ে ভিডিও আপলোড করতে পারবেন। বাংলা, ককবরক, ইংরেজি, হিন্দি যেকোন একটি ভাষায় আপলোড করা ভিডিওটি তিন মিনিটের বেশি হতে পারবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভার্চুয়াল বক্ত'তার বিষয় হলো 'গান্ধীজির ভাবনায় গ্রামীণ উন্নয়ন'। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫.৩০ পর্যন্ত বক্ত'তার ভিডিও আপলোড করা যাবে। বাংলা, ককবরক, ইংরেজি, হিন্দি যেকোন একটি ভাষায় আপলোড করা ভিডিওটি তিন মিনিটের বেশি হতে পারবে না। ভার্চুয়াল একক ভজন প্রতিযোগিতা বিদ্যালয়ের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫.৩০ পর্যন্ত যেকোন ভাষায় যেকোন ধরণের ভজন আপলোড করা যাবে। আপলোড করা ভজনের ভিডিও তিন মিনিটের বেশি হতে পারবে না। অনলাইন ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ২৭ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টায়। এই প্রতিযোগিতা নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য। ক্যুইজের বিষয় 'মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও দর্শন'। বাংলা বা ইংরেজি যেকোন একটি ভাষায় অনলাইনে ক্যুইজ হবে ২৫ মিনিটের জন্য।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।